বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প, বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর ও কৃষিযোগ্য জমি নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

ষাটের দশকে সাড়ে চার কোটি মানুষের জন্য খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন । ৪০ বছর পূর্বে আনুমানিক ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন থেকে বর্তমানে প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে। অতিরিক্ত ২ কোটি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছে পানি সেক্টরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন। পানি সম্পদ সেক্টরের অপর উলেখযোগ্য কার্যক্রম নদীভাঙ্গন জনিত ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করা। প্রতিবছর প্রায় ৮৭০০ হেক্টর জমি নদী ভাঙ্গনের কবলে বিলীন হয় এবং প্রতিবছর প্রায় ৭/৮ লক্ষ জনগণ নিঃস্ব হয়ে যায়। এছাড়াও সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীগুলো ভাঙ্গনের ফলে দেশের ভূখন্ড হারানো প্রতিরোধকল্পে ব্যপক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্বাধীনতার পূর্বে পানি সম্পদ সেক্টরে বাপাউবো'র আওতায় ১৪৪টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। আর বিগত ৪০ বছরে আরও ছোট-বড় ৬২০টি প্রকল্পসহ জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ৭৬৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। অদ্যাবধি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশগত উন্নয়নসহ জাতীয় ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানিন্তন সরকারের আমন্ত্রণে আমেরিকার সেক্রেটারি অব ইনটেরিয়র জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এ পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারিকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অকারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করা হয়।

পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানি সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনায় পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে খাদ্য উৎপাদন, ভূমি পরিবৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করেন। ইপিওয়াপদার "পানি উইং" এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাপাউবোতে আত্মীকৃত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহীর পদ হয় চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান এবং ৫জন সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। ঐ সময়ে বাপাউবোতে বিদ্যমান জনবল ছিল প্রায় ২৪০০০।

জাতীয় পানি নীতির পটভূমি

১৯৭২ সালে International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ৯-খন্ডে পানি সেক্টর সমীক্ষা প্রকাশ করে। উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনে পানি ব্যবস্থাপনায় প্রচলিত ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের পরিবর্তে সমন্বিত ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদী বৃহৎ প্রকল্পের পরিবর্তে স্বল্প মেয়াদী ত্বরিৎ বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প গ্রহণ করাও এ সমীক্ষার অন্যতম প্রধান সুপারিশ। উক্ত

সমীক্ষাসমূহের সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশের এ ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবেলায় সাহায্য-সহযোগিতার লক্ষ্যে নভেম্বর ১৯৯০ এ লন্ডনে জি-৭ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জি-৭ শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার টেকসই সমাধানে Flood Plan Coordination Organisation সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে Flood Action Plan (FAP) সমীক্ষা সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সরকার ফ্লাড এ্যাকশন প্লান (ফ্যাপ) এর আওতায় (১৯৯০-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত) সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ২৬টি সমীক্ষা সম্পাদন করে। ফ্যাপ স্টাডির ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ পানি সম্পদ খাতের ভবিষ্যত কার্যাবলী সম্বলিত ও সুষমভাবে পরিচালনার জন্য Bangladesh Water and Flood Management Strategy (BWFMS) প্রণীত হয়। BWFMS এর সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি অনুমোদন এবং ২০০১ সালে জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারী করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। **"বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" অনুসারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। বোর্ড সারাদেশে বিস্তৃত নিজস্ব দক্ষ জনবল এবং অফিসসমূহের সাহায্যে পানি সেক্টরের সকল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৮টি অঞ্চলে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) ভাগ করা হয়েছে।**

পরিচালনা পরিষদ ঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণ (জাতীয় পানি নীতি ও অন্যান্য দিক নির্দেশক সরকারি দলিলাদির সংগতি রেখে কৌশলগত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ, দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং ইহা অর্জনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, বোর্ডের বার্ষিক বাজেট ও সম্পুরক বাজেট অনুমোদন, বোর্ডে পরিচালনা ও আর্থিক বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, বোর্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদন অনুমোদন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি) জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পরিচালনা পরিষদে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) জন সদস্য সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

- নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;
- সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
- ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;
- নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদীভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;
- উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

- লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;
- সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলী

- বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;
- পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ডের সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;
- বোর্ডের কার্যাবলীর উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;
- বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তার অধীনে ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন। বোর্ডের অধীন পানি সেক্টরের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৮টি অঞ্চলে (জোনে) ভাগ করা হয়েছে। জোনের দায়িত্ব পালন করেন একজন প্রধান প্রকৌশলী। প্রতিটি জোনকে কয়েকটি সার্কেলে ভাগ করা হয়েছে। সার্কেলের প্রধান একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী। সার্কেলকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিভাগের প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী। বিভাগকে কয়েকটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উপ-বিভাগের প্রধান উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী। প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মূল কর্মকান্ড সম্পাদিত হয় বিভাগ এবং উপবিভাগের মাধ্যমে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মাঠ পর্যায়ে ২০টি সার্কেল, ৭৫টি বিভাগ এবং ২০১টি উপ-বিভাগ রয়েছে। বিস্তারিত সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

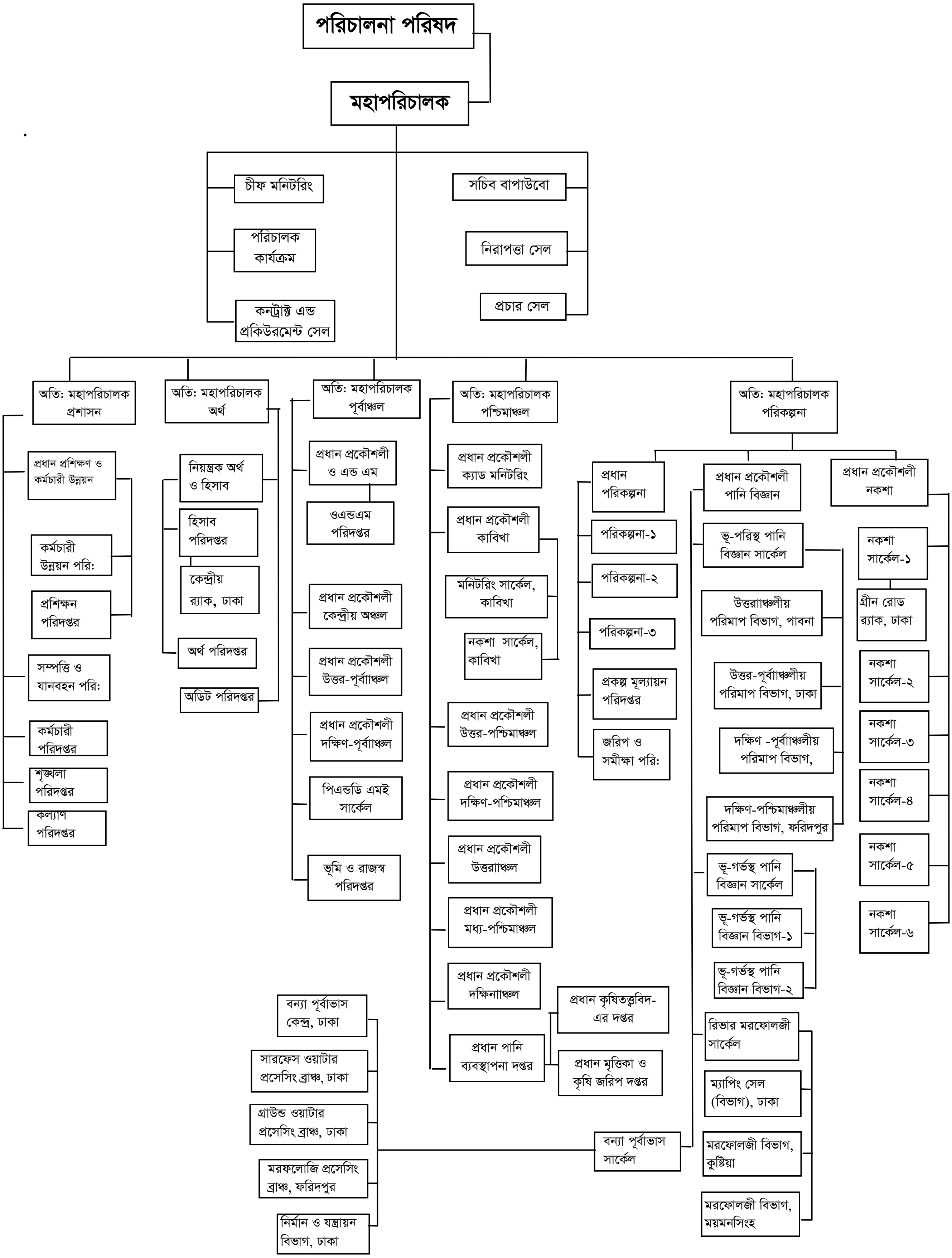

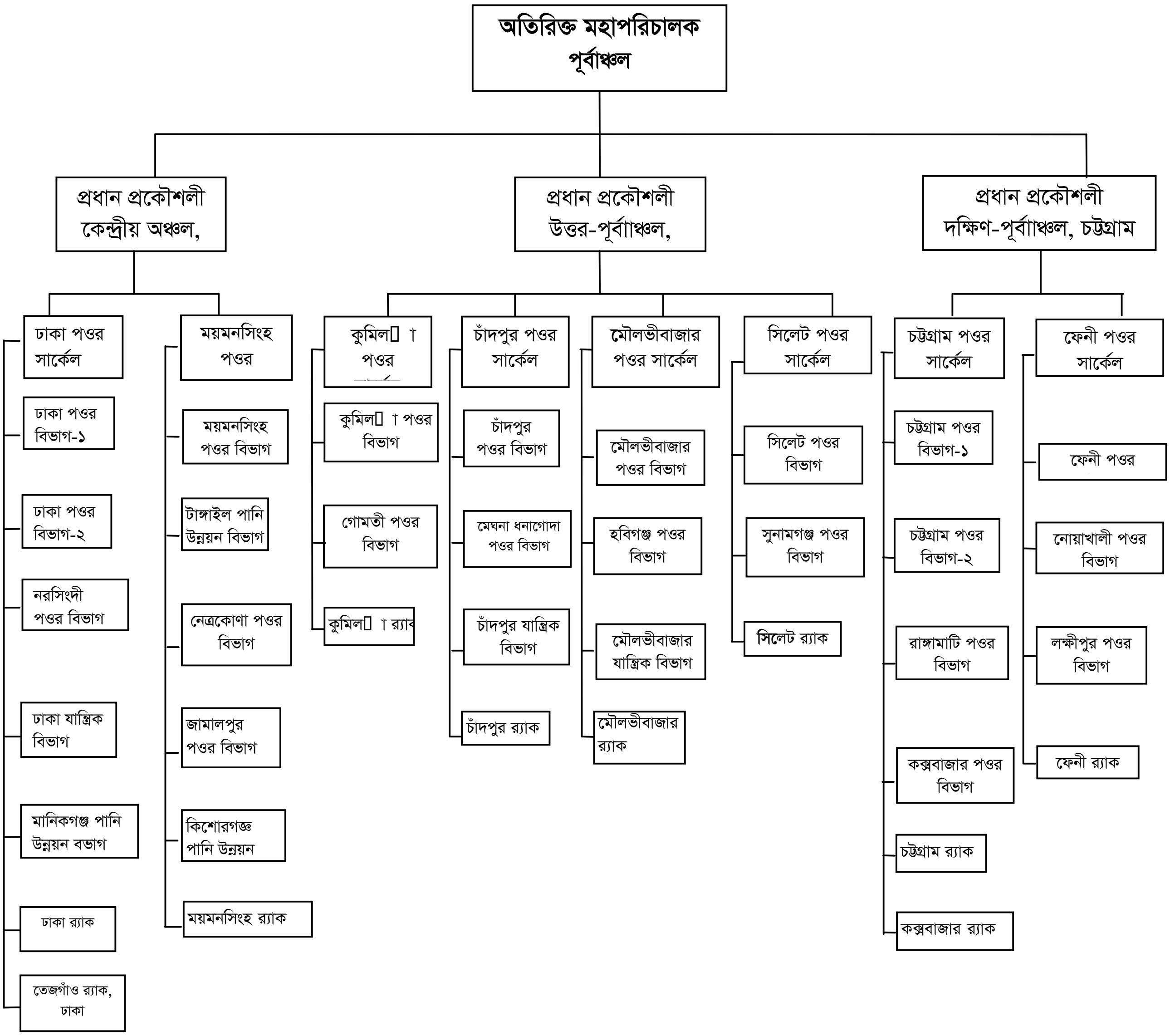
অতিরিক্ত মহাপরিচালক পূর্বাঞ্চল
প্রধান প্রকৌশলী কেন্দ্রীয় অঞ্চল,
প্রধান প্রকৌশলী উত্তর-পূর্বাঞ্চল,
প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম
ঢাকা পওর সার্কেল
ঢাকা পওর বিভাগ-১
ঢাকা পওর বিভাগ-২
নরসিংদী পওর বিভাগ
ঢাকা যান্ত্রিক বিভাগ
মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বভাগ
ঢাকা র‌্যাক
তেজগাঁও র‌্যাক, ঢাকা
ময়মনসিংহ পওর
ময়মনসিংহ পওর বিভাগ
টাঙ্গাইল পানি উন্নয়ন বিভাগ
নেত্রকোণা পওর বিভাগ
জামালপুর পওর বিভাগ
কিশোরগঞ্জ পানি উন্নয়ন
ময়মনসিংহ র‌্যাক
কুমিল্লা পওর
কুমিল্লা পওর বিভাগ
গোমতী পওর বিভাগ
কুমিল্লা র‌্যাক
চাঁদপুর পওর সার্কেল
চাঁদপুর পওর বিভাগ
মেঘনা ধনাগোদা পওর বিভাগ
চাঁদপুর যান্ত্রিক বিভাগ
চাঁদপুর র‌্যাক
মৌলভীবাজার পওর সার্কেল
মৌলভীবাজার পওর বিভাগ
হবিগঞ্জ পওর বিভাগ
মৌলভীবাজার যান্ত্রিক বিভাগ
মৌলভীবাজার র‌্যাক
সিলেট পওর সার্কেল
সিলেট পওর বিভাগ
সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ
সিলেট র‌্যাক
চট্টগ্রাম পওর সার্কেল
চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১
চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২
রাঙ্গামাটি পওর বিভাগ
কক্সবাজার পওর বিভাগ
চট্টগ্রাম র‌্যাক
কক্সবাজার র‌্যাক
ফেনী পওর সার্কেল
ফেনী পওর
নোয়াখালী পওর বিভাগ
লক্ষীপুর পওর বিভাগ
ফেনী র‌্যাক

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পশ্চিমাঞ্চল

- প্রধান প্রকৌশলী উত্তরাঞ্চল, রংপুর
  - রংপুর পওর সার্কেল-১
    - রংপুর পওর বিভাগ
    - গাইবান্ধা পওর বিভাগ
    - কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ
    - লালমনিরহাট পওর বিভাগ
    - রংপুর র‌্যাক
  - রংপুর পওর সার্কেল-২
    - সৈয়দপুর পওর বিভাগ
    - নীলফামারী পওর বিভাগ
    - ডালিয়া পওর বিভাগ
    - তিস্তা যান্ত্রিক বিভাগ
    - ডালিয়া র‌্যাক
  - ঠাকুরগাঁও পওর সার্কেল
    - দিনাজপুর পওর বিভাগ
    - পঞ্চগড় পওর বিভাগ
    - ঠাকুরগাঁও পওর বিভাগ
    - ঠাকুরগাঁও যান্ত্রিক বিভাগ
    - ঠাকুরগাঁও র‌্যাক
- প্রধান প্রকৌশলী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী
  - রাজশাহী পওর সার্কেল
    - রাজশাহী পওর বিভাগ
    - নাটোর পওর বিভাগ
    - নওগাঁ পওর বিভাগ
    - রাজশাহী র‌্যাক
  - বগুড়া পওর সার্কেল
    - বগুড়া পওর বিভাগ
    - সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ
    - বিআরই (বিশেষাইত) পওর বিভাগ
    - বগুড়া র‌্যাক
  - পাবনা পওর সার্কেল
    - পাবনা পওর বিভাগ
    - বেড়া পওর বিভাগ
    - পাবনা যান্ত্রিক বিভাগ
    - পাবনা র‌্যাক
- প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিনাঞ্চল, বরিশাল
  - ভোলা পওর সার্কেল
    - ভোলা পওর বিভাগ-১
    - ভোলা পওর বিভাগ-২
    - ভোলা র‌্যাক
  - বরিশাল পওর সার্কেল
    - বরিশাল পওর বিভাগ
    - বরিশাল যান্ত্রিক বিভাগ
    - পটুয়াখালী পওর বিভাগ
    - পটুয়াখালী পানি উন্নয়ন বিভাগ
    - বরগুনা পওর বিভাগ
    - পিরোজপুর পওর বিভাগ
    - বরিশাল র‌্যাক
    - পটুয়াখালী র‌্যাক
- প্রধান প্রকৌশলী মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর
  - ফরিদপুর পওর সার্কেল
    - ফরিদপুর পওর বিভাগ
    - রাজবাড়ী পওর বিভাগ
    - গোপালগঞ্জ পওর বিভাগ
    - মাদারীপুর পওর বিভাগ
    - শরীয়তপুর পওর বিভাগ
    - ফরিদপুর র‌্যাক
  - কুষ্টিয়া পওর সার্কেল
    - কুষ্টিয়া পওর বিভাগ
    - আমলা পানি উন্নয়ন বিভাগ
    - মাগুরা পওর বিভাগ
    - চুয়াডাঙ্গা পওর বিভাগ
    - ঝিনাইদহ পওর বিভাগ
    - পওর (সেচ) বিভাগ, কুষ্টিয়া
    - কুষ্টিয়া র‌্যাক
- প্রধান প্রকৌশলী দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা
  - খুলনা পওর সার্কেল
    - খুলনা পওর বিভাগ-২
    - সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-১
    - সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২
    - বাগেরহাট পওর বিভাগ
    - খুলনা র‌্যাক
  - যশোর পওর সার্কেল
    - খুলনা পওর বিভাগ-১
    - যশোর পওর বিভাগ
    - নড়াইল পওর বিভাগ

জনবল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ এর আলোকে বোর্ড ১৯৯৮ সালে সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গৃহীত জনবল পুনর্গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে এনাম কমিটি সেট-আপ অনুযায়ী বোর্ডের অনুমোদিত জনবল ছিল ১৮০৩২ (নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট ঃ ১৯০ জন ও পানি অনুসন্ধান পরিদপ্তর (যৌথ নদী কমিশন ১৬৭ জন)। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে সরকারি গেজেটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবল ৮৯৩৫ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর ও যৌথ নদী কমিশন এতে অন্তর্ভুক্ত নয়) তে হ্রাস করা হয়। ১ জুলাই ২০১১ তারিখে গেজেট সেট-আপ এর অনুমোদিত পদের বিপরীতে বিদ্যমান জনবল ৫১৬৭। একই সময়ে রিটেনশনভুক্ত জনবল এবং চুক্তিভিত্তিক পদের বিপরীতে কর্মরত নিয়মিত জনবলসহ বোর্ডের মোট জনবল ৬০৪১। ২০১১-১২ অর্থ বছরের জন্য অনুমোদিত রিটেনশন পদসংখ্যা ৫৭০ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরের জন্য অনুমোদিত রিটেনশন পদসংখ্যা ৫১৪।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবলের বিবরণ (জুন ২০১১ অনুযায়ী)

শ্রেণী	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
প্রথম শ্রেণী	৯৮৬	৬৯৭	২৮৯
দ্বিতীয় শ্রেণী	৮২০	৭১৪	১০৬
তৃতীয় শ্রেণী	৩১২৩	১৭৫৭	১৩৬৬
চতুর্থ শ্রেণী	৪০০৬	১৯৯৯	২০০৭
মোট	৮৯৩৫	৫১৬৭	৩৭৬৮

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সনের অনুমোদিত সেটআপ পূর্বের সেটআপ (এনাম কমিটি) সংকুচিত করে প্রণীত (১৮০৩২ এর স্থলে ৮৯৩৫ জনের সংস্থানকৃত) হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সেটআপ, ২০০১ সনে প্রণীত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ৮টি গুচ্ছে ৮৪টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে জনবলের অপ্রতুলতার কারণে মাঠপর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে দারুণ বিঘ্নতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং বাস্তবায়নাধীন কাজ সুষ্ঠু তদারকির অভাবে কাজের মান সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সিডর ও আইলার ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

জনবল সুষমকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সরকার বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে বাপাউবোর জনবলের প্রয়োজনীয়তা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে। তদানুযায়ী বাপাউবোর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিকল্পে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বর্তমানে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিবেচনাধীন রয়েছেঃ

ক. বাপাউবো আইন ২০০০ মোতাবেক চাকরি-বিধি অনুমোদন করা এবং

খ. ভিশন ২০২১ কে সামনে রেখে বাপাউবোর Need based জনবল কাঠামো অনুমোদন করা।

সংস্থার জনবল সুষম করণের লক্ষ্যে Need based সেটআপ সরকারের বিবেচনার জন্য বাপাউবো কর্তৃক পাসম এর মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত Need based সেট-আপ পর্যালোচনা করতঃ শর্ত সাপেক্ষে ৬৪৫৯টি নতুন পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্তির সম্মতি জ্ঞাপন করে। নিম্নে এনাম সেট-আপের জনবল, ১৯৯৮ সালের গেজেটে সেট-আপের বিপরীতে বাপাউবো'র বর্তমান জনবল এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Need based সেট-আপে অনুমোদিত জনবল (বিদ্যমান অনুমোদিত জনবলের সহিত সমন্বয় করতঃ) এর বিবরণ প্রদত্ত হল ঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট ৯৮ অনুসারে জনবল	অনুমোদিত পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত জনবল	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক Need based সেট-আপে অনুমোদিত জনবল
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (এমই ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	৬০৪১	১২০২২
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	১৪০	৪২৫
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	২৩৪	১১৪৭
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	১৮০৩২	৮৯৩৫	৬৪১৫	১৩৫৯৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সময়োপযোগী অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বছরের অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	সময় কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১.	২০১১-২০১২	৪৯	৮২১	৭১৫৪

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক সংখ্যা	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১.	ভারত	৫	২৮	২৭৬
২.	জাপান	৭	৯	৫৩৬
৩.	ফিলিপাইন	২	৩	১৬
৪.	নেদারল্যান্ড	২	৯	১৪০
৫.	চীন	৮	৩০	১০১১
৬.	থাইল্যান্ড	২	১১	৮৫০
৭.	শ্রীলংকা	২	৩	১৩
৮.	ভিয়েতনাম	১	১০	১২০
৯.	নেপাল	৫	৮	১২২
১০.	আমেরিকা	৩	৫	২৯
১১.	ইথিওপিয়া	১	১	১৩
১২.	জার্মানী	৩	৭	৭৬৪
১৩.	যুক্তরাজ্য	২	৪	২১২

ক্রমিক সংখ্যা	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১৪.	ইরান	১	১	৯
১৫.	ইন্দোনেশিয়া	২	২	৭
১৬.	তুরস্ক	১	১	১৩
১৭.	অস্ট্রেলিয়া	২	২	২২২২
	মোট =	৪৯	১৩৪	৬৩৫৩

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০১১-১১২ অর্থবছরে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, নেদারল্যান্ড সরকার জাইকা, ইপসাম ইত্যাদি। উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গেছে বিগত দশ বছরে এই সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। ফলে সম্ভাবনাময় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পানি সম্পদ খাতে বিশেষ করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কাজে সাম্প্রতিক সময়ে প্রাপ্ত অধিকাংশ বৈদেশিক সহায়তা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে বোর্ডের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্তকৃত বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন বাজেট থেকে আসে। বিগত ৪ বছরে হতে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলি হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে মোট প্রকল্প ছিল ৬২টি (৫৬টি জিওবি, ৫টি বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প)। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত ছিল ৬টি। ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৫৩৫.০৭ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ছিল ১৩৯.৮৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ছিল ৯১.২৪%। ১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। বরাদ্দ প্রাপ্ত ৬২টি প্রকল্পের জুন ২০১২ পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১)ঃ

বিবরণ	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
১	২	৩	৪
স্থানীয়	১১৪৫.২৭	১১১০.৮৯	৯৭.০০%
প্রকল্প সহায়তাপুষ্ট	৩৮৯.৮০	২৮৯.৬৭	৭৪.৩১%
মোট	১৫৩৫.০৭	১৪০০.৫৬	৯১.২৪%

২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১১-১২ অর্থবছরে মোট অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (সাইক্লোন আইলার ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন বরাদ্দসহ) পাওয়া গেছে ৭৫১.৬৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬৫১.২৮ কোটি টাকা । অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	গৌণ খাত	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)
১	সংস্থাপন	৩৪৪.৬৭	৩১২.৭৪
২	পৌরকর	২.৩০	২.২৪
৩	ভূমিকর	৫.৭৫	৪.৯৪

ক্রমিক সংখ্যা	গৌণ খাত	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)
৪	জরিপ	৬.০০	৬.০০
৫	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	১৮.০	১৭.৯৫
৬	মেরামত মঞ্জুরী	৩১৭.৮১	৩১৭.৭৮
৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	১৪.০	১৪.০
৮	উন্নয়ন (রাজস্ব খাত)	৪৩.১৪	১৫.৬৪
	মোট	৭৫১.৬৭	৬৯১.২৮

২০১১-২০১২ উন্নয়ন বাজেটে সমাপ্তকৃত প্রকল্প

২০১১ -২০১২ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ হতে ৫৮৩.৫২কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা বিস্তারিত প্রদত্ত হলো ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১২ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
১	২	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে জুন/২০১২)	৪১৬১.০০	৩৩৬৯.৫০	৮১.০২	৫৪৯.০০	৩৯০৫.১৬	৯২.৯২
২	৭	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০০৫-৩০/০৬/২০১২)	৩২৮৪.০০	২৯৫৬.০৪	৯০.০০	৩০০.০০	৩২৫১.৬৭	৯৯.৯০
৩	৯	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হইতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	১৫৩২৪.১৮	৭৭১৫.৩৩	৮১.৩৫	৫৪৬৭.০০	১৩১৭৮.৫৪	৯৯.৯৯
৪	১০	পটুয়াখালী শহর সংরক্ষণ বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০	২১২৫.৩৪	৮০.৩০	৪৫২.০০	২৫৬০.৩৬	১০০.০০
৫	১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৪৭৭৬.০০	৩৪২৫.১০	৮০.০০	১৩৪৮.০০	৪৭৭২.৭১	১০০.০০
৬	১৬	মধুমতি নদীল ভাঙ্গন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প। (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৭৪৬.০০	১৬৯১.৩৭	৪৫.১৫	১৮৮০.০০	৩৫৭০.৮১	১০০.০০

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১০-১২ সালের আরএডিপি বরাদ্দ	জুন ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)
৭	১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (০১/০৫/২০১০ থেকে ৩১/১২/২০১২)	১৫৪.০০	৩৯.৫৬	৬০.০০	৭৩.০০	১০৫.৮৪	১০০.০০
৮	২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালজ উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৬০৬.০০	৯৯৯.৪৯	৫৬.০০	২২৯১.০০	৩২৯০.৪২	১০০.০০
৯	২৯	সুরেশ্বর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (২০০৯-১০ থেকে ৩১/১২/২০১২)	১৫৬.০০	৫৪.৮৭	৪৫.০০	৮৬.০০	১৪০.১৩	১০০.০০
১০	৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১২)	৭৪৪৫.১২	২০২০.৭০	৭৫.৬৩	৫১০২.০০	৬৪৫৩.৬৯	৯৬.৯৩
১১	১০৫	মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	৭৯.৬৫	৩৬০০.০০	১৩৭৪৯.৪১	১০০.০০
১২	১১১	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২১২১.০১	১১২৩.৭০	৭৪.৩৮	৭৪১.০০	১৮২১.৫৯	৯৯.৮৮
১৩	১১৪	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প। (০১/০৮/২০১০ থেকে ৩০/০৬/২০১২)	২২৮৬.০০	৭৪৯.৯৭	৫১.০০	৮২৯.০০	১৫৫১.২৪	৯৭.৩৩
			৬৩৬৫১.৭	৩৬৪৩৯.১৬		২২৭১৮	৫৮৩৫১.৫৭	

২০১১-১২ অর্থ-বছরে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমাপ্ত প্রকল্প ঃ

(ক) মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প

ফেণী জেলাধীন পরশুরাম, ফুলগাজী উপজেলার সম্পূর্ণ এলাকা এবং ছাগলনাইয়া ও ফেণী সদর উপজেলার অংশ বিশেষ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৩৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের আওতায় বাঁধ ও প্রয়োজনীয় পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা বন্যামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। নিষ্কাশন খাল/নালা খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন; নদী তীর ভাঙ্গনরোধ ও ঢেউয়ের কবল হতে বন্যা বাঁধ রক্ষাসহ পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, সেচ খাল/নালার সংস্কার এবং সেচ ইনলেট নির্মাণের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভাবনা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোগুলো- বন্যা বাঁধ নির্মাণ- ১২২.৭৮ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ৬টি, সারফেস ড্রেনেজ আউটলেট-১৬টি, ইরিগেশন ইনলেট-১৩০টি, রাবার ড্যাম নির্মাণ-টি, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন-৬৬.৫৯ কিঃমিঃ ও তীর সংরক্ষণমূলক কাজ-৬.৩০০ কিঃমিঃ।

(খ) ঢেপা নদীর বামতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প

বর্ণিত প্রকল্পটি ১৫.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিনাজপুর জেলার সদর ও কাহারোল উপজেলাধীন ঢেপা নদীর বামতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ সর্বসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তকৃত উল্লেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোগুলো- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-১৭.৬৬ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ-২.০৭৫ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো-৫টি, ইনলেট/আউটলেট-৯টি, খাল পুনঃখনন-৭.৫৫ কিঃমিঃ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২২০৩.০০ হেঃ আবাদী জমি উপকৃত হয়েছে।

(গ) দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা -পূনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

বর্ণিত প্রকল্পটি ১৮.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা -পূনর্ভবা নদীর ডানতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতঃ সর্বসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তকৃত উল্লেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোগুলো- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-৩২.৫২ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ-১.৪০৫ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো-১৭টি, পাইপ আউটলেট-৭টি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ১৮২১.৬০ হেঃ আবাদী জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে।

(ঘ) পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প

বর্ষা মৌসুমে উপকুলীয় পটুয়াখালী জেলা শহর উচু জোয়ারে প্রতিনিয়ত বন্যা বিধ্বস্থ হত। সরকারি দপ্তর, ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র, সর্বোপরি জনবসতি রক্ষার নিমিত্তে জিওবি অর্থায়নে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পটুয়াখালী শহর তথা শহরবাসীদের নিরাপত্তা বিধান করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তকৃত উল্লেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোগুলো- ব্লক দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-১.২০ কিঃমিঃ, বেড়ী বাঁধ নির্মাণ-০.২৬ কিঃমিঃ, সীট পাইল দ্বারা ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ-০.২৫কিঃমিঃ, ড্রেনেজ কাম ফ্লাশিং রেগুলেটর-৬টি, আউটলেট-১৭টি, কালভার্ট-৯টি, পাইপ ইনলেট-২৫টি, রাস্তা উঁচু করতঃ পাকাকরণ-২.০৫ কিঃমিঃ, , ঘাট নির্মাণ-৪টি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ১৬৬৮ হেঃ এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

সীট পাইল ও ব্লক দ্বারা পানি প্রবেশ রোধ

বাঁধ ও স্লোপ প্রটেকশনের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন

(ঙ) পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প

১৩১.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পদ্মা নদীর বামতীরের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের ভূ-খন্ড নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করে দেশের ভৌগলিক সীমানা ও আয়তন অক্ষুন্ন রাখাসহ বিস্তীর্ণ ফসলী জমি, আম বাগান, বাড়ী-ঘর ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার কবল হতে রক্ষা করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গনে পাগলা নদীর সাথে পদ্মা একীভূত রোধ করে শিবগঞ্জ উপজেলা সদর, গুরুত্বপূর্ণ চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনমসজিদ মহাসড়ক এবং সর্বোপরি ভাটিতে অবস্থিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর এলাকা মারাত্মক ভাঙ্গন হতে রক্ষা করে ব্যাপক জনগোষ্ঠির সম্পদ ও জানমাল রক্ষাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।

প্রকল্পের সমাপ্তকৃত উল্লেখযোগ্য ভৌত অবকাঠামোগুলো- হলোঃ নদী তীর সংরক্ষণ-১১.৬৭ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-১৭.৬৬ কিঃমিঃ ও স্পার নং ৩ মজবুতিকরণ।

চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরের চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত চলামন প্রকল্প/কার্যক্রমঃ

২০১০-১১ অর্থ-বছর হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত চলমান প্রকল্পের সংখ্যা মোট ২৪টি। উক্ত ২৪টি প্রকল্পের মধ্যে জুন/২০১২ পর্যন্ত ১১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৩টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১৪টি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৩টি সমীক্ষা প্রকল্প চলমান রয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত **পরিশিষ্ট-২**। এ ছাড়াও বর্তমান সরকারের চার বছরের সাফল্যের চিত্র বিস্তারিত **পরিশিষ্ট-৩** এ প্রদত্ত হল।

সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনঃ

আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য এবং দেশে প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। দেশের প্রায় ১১৮ লক্ষ হেক্টর বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬০.০০ লক্ষ হেক্টর জমি বাপাউবো প্রকল্প এলাকাধীন।

(ক) তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট

সম্পূরক সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সহ এ প্রকল্পের আওতায় নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদী শাসন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ও কিশোরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী, চিরিরবন্দর ও পার্বতীপুর উপজেলায় অবস্থিত। ২৪৮.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১১-১২ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ হলঃ মেজর সেকেন্ডারী খাল (বগুড়া খাল ও রংপুর খাল ৬৩ কিঃমিঃ, সেকেন্ডারী খাল ৯৫.৯৭ কিঃমিঃ, টারশিয়ারী খাল ১৩১.০৩ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল ৬০.০০ কিঃমিঃ, সেচ কাঠামোসমূহ ৩৩৬ টি, ব্রীজ ৩৮টি, কালভার্ট ১৬০টি, নিষ্কাশন কাঠামো ১৮ টি, টার্নআউট ৩৯৯টি, পরিদর্শন রাস্তা ১০.০০ কিঃমিঃ, জমি অধিগ্রহণ ৩৭৭.৩৩ হেক্টর। বর্ণিত প্রকল্পটির জুন/২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১২৬.২৩ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫০.৮৯%। প্রকল্পের আওতায় চলমান কাজের স্থির চিত্র।

সাইফুন

একুইডাক্ট

(খ) মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

প্রায় ৬২.২১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলায় বিস্তৃত। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২০,৩৪৪ হেক্টর এলাকা সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সম্প্রসারণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আসবে এবং প্রায় ১৩,৭১১ হেক্টর এলাকা সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব হবে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পূর্বক ফসলের নিবিড়তা ১৭৮.১২% থেকে ২০৫.৬০% এ উন্নীত হবে। এছাড়াও, উজানের মিঠা পানি ও ভাটির লোনা পানির মিশ্রন বন্ধ হওয়ায় উজানে অর্থাৎ প্রকল্প এলাকায় মিঠা পানির সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদান করা যাবে এবং ভাটিতে লোনা পানি সর্বোচ্চ ব্যবহার পূর্বক লবণ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ফলে প্রকল্প এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। ইতোমধ্যে পালাকাটা রাবার ড্যামসহ অধিকাংশ অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ২টি রাবার ড্যাম, ২৯.৫৮ কিঃমিঃ সেচ খাল/নালা উন্নয়ন, ৩টি নতুন ড্রেনেজ স্লুইস, ২ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ, ৩টি শ্রীম্প ইনলেট ইত্যাদি। জুন/২০১২ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।

(গ) গংগা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প

সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বৃহত্তর জেলাসমূহ যথা রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

"ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট" শিরোনামে ৪৫.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত গংগা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বর্তমান সরকার অনুমোদন করে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের সমীক্ষা কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণসহ আনুসঙ্গিক অবকাঠামোসমূহের ব্যারেজ নির্মাণের নক্‌শা তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ব্যারেজ নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নদী শাসনে ড্রেজিং কার্যক্রম

পানি সম্পদ উন্নয়নে মূলতঃ ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবহার অপরিহার্য। পানি প্রাপ্যতার নিরিখে বছরব্যাপী পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পানির প্রবাহ বজায় রাখা ও পানি সংরক্ষণের জন্য নদ-নদীই একমাত্র আধার। পানি সম্পদ উন্নয়নের নিমিত্তে পানির সংরক্ষণ, সুষ্ঠু বিতরণ ও নদ-নদীর নাব্যতা বজায় রাখা অপরিহার্য। নদী ভাঙ্গন ও নদীর তলদেশে পলিভরণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপটে এক প্রকট সমস্যা। এর প্রতিক্রিয়া অনেকটা স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী। এ যাবৎ কাল বাপাউবো নদী শাসনের নিমিত্তে নদী ভাঙ্গনরোধে শুধুমাত্র তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। কিন্তু তাতে নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে নদী শাসন প্রক্রিয়ায় নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করতঃ নদীভাঙ্গন ও পলিভরণ রোধকল্পে নদী শাসনে সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এতে নদী শাসনে কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সমন্বিত তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(ক) ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (ফেজ-১)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড “ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (ফেজ-১)” শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত জিওবি অর্থায়নে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের সময় কাল মার্চ/২০১০ থেকে জুন/২০১২ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

(১) যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ হার্ডপয়েন্টের উজান থেকে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিলোমিটার এবং টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলিন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিলোমিটার ড্রেজিং কাজ;

(২) বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের জন্য টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করা এবং সুনির্দিষ্ট Investment and Implementation Plan তৈরি করা;

(৩) মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ প্রভাব নিরূপণ (Impact assessment) সংক্রান্ত কার্যাবলী।

২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত ১০৩৩.৬৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে (ক) টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ এবং (খ) সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্টের উজান হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান আছে। এ ছাড়াও, বাংলাদেশের নদ-নদী সমূহের ড্রেজিং কার্যক্রম পরিকল্পনার জন্য সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে নদী সমূহের ড্রেজিং কার্যক্রম কর্মসূচীভূক্ত করা হবে।

ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় ইতিমধ্যে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। যমুনা নদীর মূল প্রবাহ সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন ডানতীর থেকে সরে এসে ড্রেজিংকৃত চ্যনেলে প্রবাহিত হচেছ। ফলে সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন হার্ড পয়েন্ট এলাকায় ভাংগনের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তা ছাড়াও, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সিরাজগঞ্জ শহর সংলগ্ন যমুনা তীরে ইতোমধ্যে প্রত্যাশিত ৮ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি ক্রমান্বয়ে পুনরুদ্ধার হচ্ছে।

(খ) গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দ্রুততম সময়ে ৯৪২.১৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)” শীর্ষক একটি প্রকল্প নভেম্বর ২০০৯ এ অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (বাপাউবো’র ড্রেজার, দেশীয় প্রযুক্তির প্রাইভেট ড্রেজার ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদেশি ড্রেজার দ্বারা), জরিপ ও সমীক্ষা, গাণিতিক ও মরফোলজিক্যাল মডেলিং, প্লাটফর্ম স্টাডি, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং, ফ্লো-ডিভাইডার নির্মাণ, গঙ্গা-গড়াই গাইড বাঁধ নির্মাণ ও ড্রেজার ক্রয় কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নভেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ১১৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে গড়াই নদীর ৩০.০০ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হযেছে। ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ২য় বছরের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়। এছাড়াও ড্রেজিং কাজের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ২ সেট ড্রেজার (প্রতি সেটে ১টি ড্রেজার, ১টি ওয়ার্ক বোট, ১টি হাউজ বোট, স্পেয়ার পার্টস, পাইপ লাইন ইত্যাদি এবং ২ সেটের জন্য ১টি টাগবোট) নভেম্বর/২০১২ সালে সরবরাহ নেয়া সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়াও, গঙ্গা-গড়াই গাইড বাঁধ ও ফ্লো-ডিভাইডার নির্মাণে বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়নে আগ্রহী হওয়ায় ECRRP প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংক পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণ করবে। ড্রেজিং কাজের Bathymetric Survey এর জন্য IWM নিয়োজিত রয়েছে।

ড্রেজিং কাজের ফলে শুষ্ক মৌসুমে গড়াই নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরতঃ সেচ, পানিয় জল, নৌ-যোগাযোগ, লবণাক্ততা হ্রাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে গড়াই অববাহিকা এলাকায় আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিবছর রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

গড়াই প্রকল্পে সংগৃহীত ড্রেজার

(গ) বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী- পুংলী-বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা সিস্টেম)

ঢাকা মহানগীর চর্তুপাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রেখে পরিবেশ উন্নত করা, অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখা এবং নদীগুলোকে স্ব-প্রশস্ততায় প্রবাহে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, পুংলি ও ধলেশ্বরী নদী সমূহে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। ফলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নদীর পানি দূষণ সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ- গাইড বাঁধ নির্মাণ-১.০০ কিঃমিঃ, রিভার ড্রেজিং-২২৬.০০ কিঃমিঃ, অফ্ টেক রেগুলেটর নির্মাণ-১টি ও ফিস পাস রেগুলেটর নির্মাণ-১টি। প্রকল্পের আওতায় তুরাগ নদীর ৬ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৪১.১৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের জন্য ৭০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

(ঘ) ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ঃ

(ক)“বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প” এর আওতায় (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১১৩-১৪) ১১টি ড্রেজার (৭টি ৬৫০ মিঃমিঃ ড্রেজার, ৪টি ৫০০ মিঃমিঃ ড্রেজার), ৫টি Amphibian Excavator, ১০০০ অশ্বশক্তির টাগ ৩টি, ৬০০ অশ্বশক্তির টাগ ৩টি, ৪৫০ অশ্বশক্তির টাগ ৬টি, ১০০ টন ক্যাপাসিটির টায়ার মাউন্টেড ক্রেন ২টি, ৫০ টন ক্যাপাসিটির টায়ার মাউন্টেড ক্রেন ২টি, ২০০ অশ্বশক্তির স্পিড বোট ৫টি, ডেকলোডিং বার্জ ১০টি ইত্যদি) সংগ্রহ/ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪টি ৬৫০ মিঃমিঃ, ২টি ৫০০ মিঃমিঃ এবং ৫টি Amphibian Excavator ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩টি ৬৫০ মিঃমিঃ ড্রেজার ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী জুন/২০১৩ এর মধ্যে ড্রেজার সরবরাহ পাওয়া যাবে। সংগৃহিত ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, নাব্যতা এবং নৌ-যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

(খ) এছাড়াও ভারতীয় ঋণ সহায়তার আওতায় ২৩৭.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাপাউবো’র ২টি ড্রেজার সংগ্রহ/ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে।

(ঙ) অন্যান্য ড্রেজিং

চন্দনা বারাশিয়া প্রকল্পাধীন এলাকার সেচ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ৯০.০০ কিঃমিঃ এবং সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাধীন হাকালুকি হাওর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য জুরী নদীর ১.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় মধুমতি নদীর খনন কাজ চলছে এবং কপোতাক্ষ নদের খনন কাজও শুরু হয়েছে।

জলাবদ্ধতা দূরীকরণ

(ক) যশোহর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিলসমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্পঃ

উপকুলীয় বাঁধ প্রকল্প শুরুর আগে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল নদীবেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি বা প্লাবন ভূমি হিসাবে চিহ্নিত ছিল যা সাগরের জোয়ারের লবনাক্ত পানিতে প্রত্যহ দুবার প্লাবিত হত বিধায় কোন ফসল উৎপাদন সম্ভব ছিল না। জীবন ও জীবিকার তাগিদে ও বাসস্থানের চাহিদা মিটাতে প্লাবন ভূমি জনপদে রূপ নেয়। সে প্রেক্ষাপটে দক্ষিণাঞ্চলের জেলা সমুহে ষাটের দশকে উপকুলীয় বাঁধ প্রকল্পের কর্মকান্ড শুরু হয়। বিলের জমিতে দুই হতে তিনটি ফসল উৎপাদন শুরু হয় এবং জনগনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক ও দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হয়।

পোল্ডার নির্মানের ফলে জোয়ারের লোনা পানি বিলে প্রবেশের পথ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এতদঞ্চলে কৃষি উৎপাদনে সবুজ বিপ্লব সাধিত হলেও এতদঅঞ্চলের নদ নদী সমূহে শুস্ক সময়ে পদ্মার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং পোল্ডারের কারনে শুস্ক মওসুমে জোয়ারের পানিতে আগত পলি বিলের ভিতরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা নদীতেই অবক্ষেপিত হতে থাকে । ফলে বিভিন্ন নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যায় এবং কিছু ক্ষেত্রে নদীর তলদেশ বিলের ভুমির তলদেশ অপেক্ষাও উঁচু হয়ে যায়। বিল সমূহের নিস্কাশন ব্যবস্থা অবরুদ্ধ হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়। সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যাপক জন অসন্তোষ ও বিক্ষোভ শুরু হয় ।

এ বিপর্যয়কর দূরাবস্থা হতে উত্তরনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় খুলনা ও যশোর জেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরনের জন্য কেজেডিআরপি প্রকল্পটি ১৯৯৪-৯৫ সালে বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং ২২৮৬৮.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি ২০০২ সালে সমাপ্ত হয়। এলাকার জনগনের আর্থ সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়। খুলনা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে Structural solution প্রদান করার ফলে বিল ডাকাতিয়া অঞ্চলের জলাবদ্ধতা স্থায়ীভাবে নিরসন হয়। অপরদিকে বিভিন্ন সমীক্ষা এবং স্থানীয় জনগনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে যশোর জেলা অংশের নিস্কাশন সমস্যার সমাধানের জন্য নন-স্ট্রাকচারাল টিআরএম ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়। জলাবদ্ধতার সমস্যা হতে উত্তরনের জন্য Tidal River Management (TRM) বা জোয়ারাধার পানি ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়। মূল নদী সংলগ্ন যে কোন একটি পূর্ব নির্বাচিত বিলের চতুর দিকে পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মান করে বেড়ী বাঁধের একটি অংশ উম্মুক্ত করে উক্ত বিলে জোয়ার ভাটা চালু করা হয় যাহা TRM নামে পরিচিত। ১৯৯৮ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত ০৪ বৎসর বিল ভায়নায় এবং ২০০২ হতে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিল কেদারিয়ায় দ্বিতীয় TRM চালু করা হয়। টিআরএম পরিচালনার ফলে ২০০৪ সাল পর্য্যন্ত হরি নদীতে পর্য্যাপ্ত নাব্যতা থাকায় উক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতা জনিত কোন সমস্যার উদ্ভব হয়নি।

স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার ফলে TRM অব্যাহত রাখতে না পারা ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগনের ভবদহ রেগুলেটরের কপাট সমূহ বন্ধ করে দেয়ায় ২০০৫ সালে ১৭ কিঃমিঃ হরি নদী ২.০০ হতে ৩.০০ মিটার উচ্চতায় পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। এতে বিলের নিস্কাশন পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় পূনরায় ২০০৫ সালে জলাবদ্ধতার সূত্রপাত হয়। ফলে যশোর জেলার অভয়নগর, মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলার ২১টি ইউনিয়ন এর ১৮১০০ হেক্টর জমি জলাবদ্ধতার শিকার হয় এবং ১৯৩টি গ্রামের প্রায় ৩১০০০ জন অধিবাসী দূর্ভোগের শিকার হন। পরবর্তীতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ক্রাশ প্রোগ্রামের আওতায় জরুরী ভিত্তিতে ৩টি এক্সাভেটর ও ২টি ড্রেজার দ্বারা ১২.৭৮ কিঃমিঃ লিড চ্যানেল খনন করে এপ্রিল/২০০৬ এর মধ্যে ৪ ফুট উচ্চতার পানি অপসারন করে জলাবদ্ধতা সহনীয় পর্য্যায়ে আনা হয় এবং সমীক্ষার ইতিবাচক ফলাফলের ভিত্তিতে ১২.৯১ কিঃমিঃ পেরিফেরিয়াল মার্জিনাল ডাইক নির্মান করে এপ্রিল/২০০৬ এ পূর্ব বিল খুকশিয়ায় পুনরায় টিআরএম চালু করা হয়।

ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে বর্তমান কার্যক্রম

ভবদহ ও তৎসংলগ্ন নীচু এলাকা সমূহের জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপ হিসাবে দুই পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মধ্য মেয়াদে "ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রায় ৭৩.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১০-১১ অর্থ বছর থেকে বাস্তবায়নাধীন আছে যা ২০১১-২০১৫ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথা- যশোর সদর, মনিরামপুর, অভয়নগর এবং কেশবপুর উপজেলা সমূহের ভবদহ এলাকার বিদ্যমান বিভিন্ন বিল সমূহের (যথা-কুমারসিং,রাজাপুর, সুন্দলি, ঝিকড়া, বিলবকর, বিলকেদারিয়া, ডমুরতলা, হাজরাহটি, পাচুরিয়া, ভেয়া,

চাপাতলা, চান্দা, খুকশিয়া, দহকুলা, সিংগা, আমডাংগা, বালিয়াভাংগা, হরিণা ও অন্যান্য ছোট বিল সমুহ) নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ ৭৩,৪০০ হেক্টর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি (১ম পর্যায়) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীন ভবদহ এলাকার নিষ্কাশিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়নসহ ২০০৬-২০০৭ হতে চলমান বিল খুকশিয়ায় TRM ব্যবস্থাপনা মনিটরিং এবং বিল কাপালিয়ায় নতুন TRM কার্যক্রম পরিচালনার কাজ অন্তর্ভূক্ত আছে।

উল্লেখ্য, প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ TRM (Tidal River Management)। TRM ভুক্ত জমির ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় এবং জমির মালিকগনের অনীহার কারনে বিল কাপালিযায় TRM চালুকরন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তবে বর্তমানে ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়ার তরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। চলতি বছরে TRM বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
দ্বিতীয় পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদে জলাবদ্ধতা সমস্যা দুরীকনের জন্য IWM ও DDC পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সমুহ কর্তৃক সম্ভব্যতা সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে “ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরনে প্রয়োজনীয় কার্য়ক্রম গ্রহণ করা হবে।

জনগণের অংশ গ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

(ক) পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)

৯৮২২৭.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত “পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্টিকে সম্পৃক্ত করে (প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নকশা প্রণয়ন হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত) এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত প্রধান দুই সংস্থা বাপাউবো (ইডউই) ও ওয়ারপো’র (WARPO) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের দক্ষতা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১৫ এ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে কর্মসংস্থানে মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে টেকসই সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধিত হবে।

পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়িত সেচ, হাওর-বাওর ও বিল উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি ব্যবস্থা সম্বলিত প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে সম্পাদিত প্রায় ৩৬৮টি স্কীমের মধ্য হতে ৬৭টি স্কীমের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা হবে। ৬৭টি স্কীমের মধ্যে ৩২টি স্কীমের সিষ্টেম ইম্প্রুভমেন্ট এন্ড ম্যানেজম্যান্ট ট্রান্সফার ও ৩৫টি স্কীমের পূনর্বাসন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের পর উক্ত স্কীমসমূহ সংশ্লিষ্ট জনগণের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

প্রকল্পের আওতায় জুন/১২ পর্যন্ত সমাপ্ত অবকাঠামোগুলো হলোঃ হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (রেগুলেটর/স্লুইচ) ৬১টি, বাঁধ নির্মাণ ৪.৯৭ কিঃমিঃ, বাঁধ মেরামত ৩৬৬.০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ১২.০০ কিঃমিঃ, সেচ খাল খনন ৪.২০ কিঃমিঃ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মোট ১৬৩৫০০ হেক্টর এলাকা বন্যা থেকে রক্ষা পাচ্ছে এবং কৃষি জমিতে চাষাবাদ বৃদ্ধিসহ নদী ভাঙ্গন হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে দেশে মধ্যে মোট ৫০২ জন এবং বিদেশে মোট ১০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে বাপাউবো ও সংশ্লিদের কর্মদক্ষতা ও কাজে গুনগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

দেশের পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে “জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯”, “অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশকা-২০০০” এবং “বাপাউবো আইন -২000” এর নীতি, নির্দেশিকা ও আইন মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশিদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ২৯৪.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছর থেকে ”দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (SWAIWRPMP)” এর কাজ শুরু হয় এবং জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলবে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৪.০৬ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল (ক) হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশিদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (খ) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা যেমন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুবিধাভোগীদের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি ও

বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (গ) সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি (ঘ) খুলনা সাতক্ষিরা জেলার পোল্ডার- ৫, ১৫, ৩১ এবং ৩২ এলাকায় আইলা-২০০৯ এর ক্ষয়ক্ষতি পূর্নবাসন।

প্রকল্পের আওতায় জুন/১২ পর্যন্ত সমাপ্ত অবকাঠামোগুলো হলোঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ ৩৪.৬৬ কিঃ মিঃ, খাল খনন ৩৫৫ কিঃ মিঃ, রেগুলেটর মেরামত/রেগুলেটর নির্মান ১৮টি, চেক ষ্ট্রাকচার/কালর্ভার্ট/ফুট ব্রীজ ৪২টি, ইনলেট-আউটলেট ষ্ট্রাকচার ১৪টি, নদী তীর সংরক্ষণ ২.৮৪ কিঃমিঃ, ঘূর্নিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার নং-৫,১৫,৩১ ও ৩২ এর পুনর্বাসন এবং পানি ব্যবস্থাপনা দল ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর ২৫টি অফিস নির্মান। এ ছাড়াও ১০২টি পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), ১১টি পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMA), দুইটি এড হক Joint Management Committee (JMC) এবং অস্থায়ী ১৪০টি Landless Contracting Society (L.C.S) গঠন করা হয়েছে। ১০২টি WMG Co-operative Department কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনে গঠিত L.C.S এর মাধ্যমে ছোট ছোট মাটির কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে।

মানব দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সংশিষ্ট সংস্থা, উপকারভোগী কৃষক/WMG/WMA সদস্যদের আধুনিক চাষাবাদে, মৎস্য চাষ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে ৩৫০ ব্যাচ উপকারভোগী এবং ৫০ ব্যাচ ষ্টাফ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি বিস্তারে প্রণোদনামূলক হাতে নাতে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এ লক্ষ্যে FFS [(Field Farmers School) (Agriculture)], FSF (Field School of Fishery) গঠন করা হয়েছে। অদ্যবধি ১৬টি কৃষি বিষয়ক ডেমোনেষ্ট্রেশন প্লট এবং ১২টি পুকুরে ডেমোনেষ্ট্রেশনমূলক মৎস্য চাষের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইহাছাড়াও ৪৫টি কৃষি বিষয়ক উচ্চ ফলনশীল ডেমোনেষ্ট্রেশন প্লটে প্রনোদনামূলক কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে ৪০টি পুকুরে আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদনশীল মাছ চাষের কার্যক্রম চলছে। ২টি মাছের অভয়াশ্রম ও ৪টি খালের ভিতর মাছ চাষের কার্যক্রম চলছে। ১৩টি FFS (Fisheries) পাঠদান সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩২টি FFS (Fisheries) এর কার্যক্রম চলছে। ৩০টি FSF (Agriculture) এর পাঠদান কায্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৩০টি FSF (Agriculture) এর কায্যক্রম চলছে।

উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার

(ক) চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)

সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে উপকূলীয় এলাকায় (নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা) জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে ২৭৬.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প -৪" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০,৭৭০ হেক্টর এলাকা লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধকরতঃ ভূমিহীনদের স্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কল্পে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৮ টি পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গঠন করে সিডিএসপি-৩ এলাকার রক্ষনাবেক্ষন কাজের অংশ হিসেবে ২৫.৯৫ কি:মি: নিষ্কাশন খাল পুন:খনন কাজ করা হয়েছে এবং সিডিএসপি-৪ এলাকায় নতুন ৩৩.৫৫৫ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক দারিদ্র-পীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এ সকল এলাকায় ফসল প্রায়শঃই বিনষ্ট হয়। সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সহ ৭টি জেলার ছোট বড় মোট ৪১৪টি হাওড় রয়েছে। হাওড় সসার আকৃতির নীচু ভূমি। এই অঞ্চলের প্রায় ২৫% ভাগ এলাকা এ সকল হাওড়ের অন্তর্ভূক্ত। হাওড় এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেক্টর।

(ক) বিভিন্ন ধরনের ৫৮টি প্রকল্পের আওতায় বাপাউবো কর্তৃক নির্মিত ১৮২৬ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধসহ অন্যান্য অবকাঠামো প্রতিবছর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ফলে হাওড় এলাকার প্রায় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর জমির একমাত্র বোরো ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পায়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রায় ২২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দে বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) হাওড় এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" (বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪) এবং ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প" (বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫) নামে ২টি প্রকল্প ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প ২টির আওতায় সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন হাওরের বাঁধ উঁচুকরণ, বিভিন্ন পানি অবকাঠামো নির্মান, নদ-নদী ড্রেজিং ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১০টি লংবুম এস্কাভেটর ক্রয়, ১৬০.০ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ পূর্ণবাসণ ও উচুকরণ এবং ৪টি পানি অবকাঠামো নির্মান করা হয়েছে। প্রকল্প দুটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হলে হাওড় অঞ্চলের বিদ্যমান সমস্যা বহুলাংশে নিরসন হবে বলে আশা করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ১৯টি জেলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিশেষ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সীমাবদ্ধতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল ও কতিপয় অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ক) "উপকূলীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)" প্রকল্প

"উপকূলীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)" শীর্ষক প্রকল্পে অধীনে বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের জন্য ৩৪৬.৬৩ কোটি টাকার ১টি প্রকল্প ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জুন/২০১২ পর্যন্ত ২০টি ক্লোজার, ৫৪.০০ কিঃমিঃ রিং বাঁধ, ৫০.০০ কিঃমিঃ বিকল্পবাঁধ, ১৮৪.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ৭টি পানি অবকাঠামো নির্মান, ২০টি মেরামত ও ২.২০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অদ্যাবধি সম্পন্ন কাজের ফলে প্রকল্পভূক্ত উপকূলবর্তী এলাকায় বিভিন্ন পোল্ডারের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

মাতারবাড়ী ক্লোজার

বাঁধ ও স্লোপ প্রটেকশন

(খ) ইমারজেন্সী ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) ঃ

২০০৭ সনে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় সিডর এ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে বাপাউবো'র ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের নিমিত্তে ১৮০.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া, দশমিনা ও গলাচিপা, বরগুনা জেলার সদর, পাথরঘাটা, আমতলী, বামনা ও বেতাগী এবং পিরোজপুর জেলার মাঠবাড়িয়া ও ভান্ডারিয়া উপজেলা। প্রকল্পটি শুরু হয় ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে এবং সমাপ্ত হবে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে। প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ হলঃ বাঁধ নির্মাণ/মেরামত- ৫৭০.৫০ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ/মেরামত-২৪৯টি ও তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৯০ কিঃমিঃ।

জুন/২০১২ পর্যন্ত নতুন বাঁধ- ১.৩০ কিঃমি, বাঁধ মেরামত ১৮৪.৩৮ কিঃমিঃ, পানি অবকাঠামো নির্মান- ৩১টি, মেরামত ২৫টি ও নদীতীর সংরক্ষন- ০.৭০ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে। অদ্যাবধি সম্পন্ন কাজের ফলে উপকূলবর্তী এলাকার ১৯টি পোল্ডারের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বর্ণিত এলাকার জনগনের জীবন যাত্রার মানের (অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা) ব্যপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।
সিডর ও আইলার ন্যায় ঘন ঘন ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় টেকসই সমাধানের জন্য ECRRP এর আওতায় দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা পরিকল্পনা 'Technical Feasibility Studies and Detailed Design for Coastal Embankment Improvement Program (CEIP)" কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(গ) জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষার্থে এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছর থেকে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাপাউবো কর্তৃক এ পর্যন্ত ২৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা চরাঞ্চলে অন্যান্য পানি অবকাঠামোসহ পোল্ডার নির্মাণ, পুরাতন পোল্ডারসমূহ পুনর্বাসন, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত ২৯টি প্রকল্পের মধ্যে জুন/২০১২ পর্যন্ত ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩০৬.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে বাকি ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন শেষে ২০০.০০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রজেক্ট

প্রকল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য নির্বাচিত ৯ টি মাঝারী শহরে সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যামুক্ত ও বসবাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করে শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র বিমোচন করা। প্রকল্পটি মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, জামালপুর, কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা, রাজশাহী ও সুনামগঞ্জ শহরে অন্তর্ভূক্ত। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শহরের বন্যা প্রতিরোধের সহিত পৌরবাসীদের মৌলিক চাহিদা যথা জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (বস্তির) উন্নয়ন সমন্বিত করে আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, পরিবেশ অবক্ষয় রোধ, দারিদ্র বিমোচন এবং প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা মোকাবেলার জন্য ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ; পৌর ব্যবস্থাপনায় অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ পৌর সুবিধাদি প্রদানে পৌর সভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা; পৌর ব্যবস্থাপনা ও পৌর সুবিধাধি প্রদানে সুবিধা প্রদানকারী ও সুবিধাভোগী হিসাবে মহিলাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা। প্রকল্পটি ২০০৬-০৭ থেকে ডিসেম্বর/১২ সময়ে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৬১১.৪২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৪৮৯.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৪.৪৪%।

নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)

বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর ভাঙ্গন হতে জন গুরুত্বপূর্ণ শহর, মূল্যবান সরকারী ও বেসরকারী অবকাঠামো, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থান, বাড়ী-ঘর ইত্যাদি রক্ষাকরণ, প্রাকৃতিক দূর্যোগ হতে নদী তীরবর্তী এলাকায় জনগণের মধ্যে সামাজিক পরিবেশ রক্ষা করণ ও ভারত হতে প্রবাহিত সীমান্ত নদীর ভাঙ্গন হতে নদীর তীর ও জমি রক্ষাকরণের নিমিত্ত এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ১৯১.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি ৮৪টি উপ-প্রকল্প নিয়ে গঠিত যা ৩৭টি জেলায় অবস্থিত। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ৮৪টি উপ-প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকা উপকৃত হবে। তাছাড়া ২১৬০.২০ কোটি টাকার সম্পদ বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা পাবে। প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩৯,৯৯৫ মিটার বাঁধ নির্মাণ- ৯৫,০০০ ঘন মিটার, গ্রোয়েন/স্পার ৬টি ও ইনলেট/স্লুইস-২টি। প্রকল্পের মেয়াদকাল ২০০৮-০৯ হতে ২০১০-১৩ পর্যন্ত। জুন/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১০৮.৯১ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৮%।

কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনায় বাপাউবোর মিশন হচ্ছে সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রাধিকারভাবে দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠিসহ সকল শ্রেণীর সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। এছাড়া, বাপাউবোর ভিশন হচ্ছে জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাপাউবো আইন ২০০০ এবং অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশাবলীর আলোকে প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে পানি সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সেবা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণীত হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

২০১১-১২ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতি

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে আলোচনাক্রমে সংশিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত ও সুষ্ঠ পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে (১) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প এবং (৩) তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (৪) মুহুরী সেচ প্রকল্প (৫) কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (৬) হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প (৭) টাংগন বাঁধ প্রকল্প (৮) বুড়ি তিস্তা প্রকল্প (৯) নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী সেচ প্রকল্প (১০) উত্তর রূপগঞ্জ পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প (১১) চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এবং (১২) মনু নদী সেচ প্রকল্প সার্ভিস চার্জের আওতায় আনা হয়েছে।

২০১১-১২ সালে পাউবো'র বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন' ২০১২ পর্যন্ত ১০.০৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০১১-১২ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতি

২০১১-১২ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০১২ পর্যন্ত ১০.৪০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২০১১-২০১২ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরুপঃ

(হেক্টর)

ক্রমিক নং	জোন	২০১১-১২ সালের জুন, ২০১২ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৫৭৭০	৬৮৮৭২ (৮০.৩০%)	৬১৩০৫	৭৩৯৪০	১৪৮৫৩	১৫৬৬৯	১৬১৯২৮	১৫৮৪৮১
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৪৭৬০৫	৪৮৮৮৮ (১০২.৭০%)	৮১৮৩৬	৭৮৭২২	৬১৩৪	৭০৭৩	১৩৫৫৭৫	১৩৪৬৮৩
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১০২৮১৫	৯৮৭৩১ ৯৬.০৩%)	৫১৯২০	৪৪৫৬৬	২৬৯৯৫	১২৩৯০	১৮১৭৩০	১৫৫৬৮৭

৪।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৩৭৫০০ (৯৪.৩৪%)	১০৪১০৫	১০৪০৩১	৪১৭৫৩	২৭৯৮৮	১৮৫৬০৮	১৬৯৫১৯
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৭৬৫	১৫৬৪০ (৯৯.২১%)	৭৭৭৬০	৭৮০৫০	১১০২৫	১০৪০০	১০৪৫৫০	১০৪০৯০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	২২৭০ (১০০.০০%)	১৭০৭০৮	১৭০৭১৩	০	০	১৭২৯৭৮	১৭২৯৮৩
৭।	উত্তর- পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	২৪২৮০	২৪৪৮৮ (১০০.৮৬%)	৫১৬১০	৫০২৭১	০	০	৭৫৮৯০	৭৪৭৫৯
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্রগ্রাম	০	০ ০.০০%	৪৫৯৮৫	৪৩৮৩৫	০	০	৪৫৯৮৫	৪৩৮৩৫
	মোট ঃ	৩১৮২৫৫	২৯৬৩৮৯ (৯৩.১৩%)	৬৪৫২২৯	৬৪৪১২৮ (৯৯.৮৩%)	১০০৭৬০	৭৩৫২০ (৭২.৯৭%)	১০৬৪২৪৪	১০১৪০৩৭ (৯৫.২৮%)

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন /২০১২ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিভূত)	
			২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২	জুন/১১ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫১.৫০ ৫.০০	৫১.৫০ ৫.০০	১০.৩৭ ২.৪১	১৪.৫০ ৩.৫০	১৩১.৬৪ ১২.৭৪	১৪৬.১৪ ১৬.২৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	১.০০ ৫.০০ ০.২০	১.০০ ৫.০০ ০.২০	০.৯৫ ২.৪৬ ০.০০	১.৫৭ ২.৫৫ ০.০০	১১.১৩ ১৪.০০ ১.০২	১২.৭০ ১৬.৫৫ ১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৯.১৭	৩.৭৮	৭৬.৬৪	৮০.৪২
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩২.৬৪	৩১.৭৯	১৯৩.১৫	২২৪.৯৪
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.৫৪	০.০৭	১৫.৪৪	১৫.৫১
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	১১.৭৫	১৯.৬৪	৩১.৩৯
	মোট		১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৬৯.৫১	৪৭৬.৪৫	৫৪৫.৯৬

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০১০-১১ সালে			২০১১-১২ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১০-১১ সালের জুন/১১ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	জুন/১২ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৫৯.৩৭	১৭৫.৮০	৬৯.৫১

চলমান সেচ কার্যক্রম ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রায় ৮২ লক্ষ হেক্টর সেচযোগ্য এলাকার মধ্যে মাত্র ৬০ লক্ষ হেক্টর (মোট আবাদযোগ্য জমির ৭২%) সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে সেচ প্রকল্পাধীন এলাকা প্রায় ১৪ লক্ষ হেক্টর (মোট আবাদ যোগ্য জমির প্রায় ১৭%)। প্রকল্পের সম্পূর্ণ সেচযোগ্য এলাকা সেচের আওতায় আনার জন্য প্রকল্পের কমান্ড এরিয়া উন্নয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সার্বিকভাবে দেশের সেচ এলাকা বৃদ্ধি করতে হলে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা এবং ব্যবহার বাড়াতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের সকল ভরাট হয়ে যাওয়া খাল ও নদী-নালা পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ড্রেজিং কর্মসূচিকে পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করে এর সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে বাপাউবো কর্তৃক চলমান ও ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

চলমান গুরুত্বপূর্ণ সেচ প্রকল্প

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	সুবিধাসমূহ
১	তিস্তা বাঁধ প্রকল্প (২য় পর্যায়; ১ম ইউনিট)	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৬৫৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
২	আপার সুরমা-কুশিয়ারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩৮২০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৬০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	বাদাই নদী ও শাখাখাল পুনখনন এবং পাম্পস্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে ১৭,০০০ হেঃ এলাকাকে চাষের আওতায় আনা, পানি নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশন কাঠামো তৈরি করে উক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টিকরণ।

ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রকল্প

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	সুবিধাসমূহ
১	গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প	এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত হওয়াসহ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম উপকূলীয় বন সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষিত হবে।
২	চাঁদপুর-কুমিল্লা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ১৫৮.৭১ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১১২৭৮০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ৬১৬৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৩	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ৪৭.৬৫ কোটি টাকা । এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০০০০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	সুবিধাসমূহ
		১৬৯৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৪	ঢেপা নদীর বামতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ২৪.৯৬ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭২০ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৮৫০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৫	মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর, শিবালয়, ঘিওর এবং হরিরামপুর উপজেলায় যমুনা-পদ্মা নদীর বামতীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ৭৩.২৬ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৩৩১৭ হেক্টর জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৪৩৭ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৬	উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প	প্রাক্কলিত ডিপিপি ব্যয় ১১০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ৭৪৮০০ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগের কার্য্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার ও নেদারল্যান্ডস্ সরকারের মধ্যে কারিগরি সহায়তা চুক্তির আলোকে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীনে জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগ কার্য্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে ১৯৯১ সালে সমাপ্তকৃত "ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প" এর মাধ্যমে মেঘনার মোহনায় ভূমি উদ্ধার এবং চর উন্নয়ন মাধ্যমে ভূমিহীনদের স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়ার কার্যক্রম শুরু করা হয়- যা জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। ১৯৯১ সালে "ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প" সমাপ্তির পর তা বর্দ্ধিত আকারে 'চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন' (সিডিএসপি) স্থল ভিত্তিক এবং 'মেঘনা এস্টুয়ারী স্টাডি' পানি ভিত্তিক নামে দুইটি আলাদা প্রকল্প শুরু হয়।

'মেঘনা এস্টুয়ারী স্টাডি' প্রকল্প জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগ বাস্তবায়ন করে। 'মেঘনা এস্টুয়ারী স্টাডি' (এম.ই.এস) প্রকল্পটি (বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও ডেনমার্ক) সরকারের অর্থায়নে নভেম্বর/১৯৯৫ সালে কার্যক্রম শুরু করে এবং জুলাই/২০০২ সালে সমাপ্ত হয়। এম.ই.এস প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় এপ্রিল/২০০৭ হতে নভেম্বর/২০১১ সাল ব্যাপি এস্টুয়ারী ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইডিপি) প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের আওতায় জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগের সার্ভে ইউনিট **এম. ভি. অন্বেষা (M V ANWESHA)** জাহাজ দ্বারা হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখযোগ্য জরিপ কার্যক্রম সমূহ ছিল প্রকল্প এলাকায় বেথিমেট্রিক সার্ভে কাজ সম্পন্ন করা, ডিসচার্জ মেজারমেন্ট, লবণাক্ততার পরিমাপ, সেডিমেন্ট মেজারমেন্ট, ইরোশন ও এক্রিশেন মেজারমেন্ট, পানি উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষন ও Potential Cross-Dam সমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। জরীপ ও সমীক্ষা বিভাগের সুপারিশের আলোকে ইতোমধ্যে চর মন্তাজে-খলিফার চর ক্রস-ড্যাম নির্মিত হয়েছে এবং চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মন্তাজ দু'টি ক্রস-ড্যাম নির্মাণাধীন রয়েছে। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি ক্রস-ড্যাম নির্মাণের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। ২০১১-২০১২ সালে জরীপ কাজে কোন বরাদ্দ না থাকায় হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, উপকূলীয় এলাকায় মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ও ভূমি উদ্ধার স্টাডী একটি নিয়মিত কার্যক্রম। জাতীয় স্বার্থে উপকূলীয় অঞ্চলে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে কাজ সহ সার্ভে ইউনিট এম. ভি. অন্বেষার নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা প্রয়োজন।

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রমঃ

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর দপ্তর ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি সার্কেল, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেলত্রয়ের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপি পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে ৪০ বৎসর যাবৎ পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে। প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান নিম্নে বর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করিয়ে থাকেন।

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম	ষ্টেশন সংখ্যা
১।	টাইডাল/ননটাইডাল পানি সমতল	৩৪৩
২।	টাইডাল/ননটাইডাল প্রবাহ	১০০
৩।	ভূ-পরিস্থ পানির গুনাগুন	২২
৪।	লবণাক্ততা	১০০
৫।	পলি প্রবাহ	২৬
৬।	বারিপাত	২৬৯
৭।	আবহাওয়া	৩
৮।	বাষ্পায়ন	৩৯
৯।	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৮৫২
১০।	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৮২
১১।	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল দৈনিক	২০
১২।	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুনাগুন	১১৯
১৩।	একুাইফার বৈশিষ্ট	২৭৮
১৪।	বোরহোল লিথলজি	৪৭১

উপরোক্ত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ বন্যা পূর্বাভাস ও প্রসেসিং সার্কেল এ প্রক্রিয়াকরণের পর ডাটাব্যাজে পাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী / বেসরকারী প্রতিষ্ঠান / দপ্তরে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত হয়।

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান

বর্তমানে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সার্কেলের আওতায় ৫৭টি সীমান্ত নদীর মধ্যে প্রায় সবগুলি নদীরই সীমান্ত নিকটবর্তী ষ্টেশনে পানি প্রবাহ ও পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে যাহা অভিন্ন নদী অববাহিকার দেশসমূহের পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন, আলাপ আলোচনা ও যৌথ উদ্যোগে প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্তে অপরিহার্য। প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞানের আওতায় পাউবোর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে। ফলশ্রুতিতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হইতে জানমালের রক্ষা অনেকাংশে নিশ্চিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারি হইতে ৩১ শে মে পর্যন্ত ৫ মাস ব্যাপী হার্ডিঞ্জ ব্রীজের উজানে বাংলাদেশ ও ভারত যৌথ উদ্যোগে পানি প্রবাহ পরিমাপ কার্যক্রম এর ন্যায় রাষ্ট্রীয় গুরু দায়িত্ব ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলাধীন পাবনা পানি বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক পালিত হয়ে আসছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় দেশের অভ্যন্তরে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পর্যবেক্ষনের জন্য ১২৮২টি পর্যবেক্ষণ কূপ রয়েছে। উক্ত পর্যবেক্ষণ কূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল মনিটরিংসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় আর্সেনিকের মাত্রা নিরূপন, এ্যাকুইফার টেষ্ট, হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচারাল ওয়ার্কের ফাউন্ডেশন ডিজাইনের জন্য মৃত্তিকা পরীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

রিভার মরফোলজি

রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল কর্তৃক দেশব্যাপী বিস্তৃত ১৫৯টি নদীতে প্রায় ১৮৫২টি ক্রস সেকশন জরীপ কাজ করা হয়। উক্ত জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ভাঙ্গন, নদীর দুই পারের অবস্থান, নদীর গতি পথ নির্ণয় এবং নদীর উপর ব্যারাজ/ব্রীজ নির্মাণের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুলিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস ৫ (পাঁচ) দিনে উন্নীত করা সহ বন্যা বার্তা জনগণের নিকট দ্রুত পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ২০১০ সাল হতে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার উজানের বর্ষা মৌসুমে পানি সমতল তথ্য প্রতিদিন ভারত থেকে পাওয়া যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

এছাড়াও, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সর্বসাধারণের বোধগম্য করার লক্ষে বাংলায় ও ইংরেজীতে অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের জনগণ টেলিটক মোবাইল হতে ১০৯৪১ নাম্বারে ডায়াল করে প্রতিদিনের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জ্বলোচ্ছাস পূর্বাভাস শুনতে পারেন। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুলিকায়নের ফলে দেশের সর্বস্তরের জনগণ বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। বন্যা ও সতর্কীকরণ পূর্বাভাস আধুনিকীকরণে এবং ব্যাপক প্রচারের ফলে জান মাল ও সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

ড্রেজিং ও যান্ত্রিক কার্যক্রম

(ক) ড্রেজার পরিদপ্তর

নদ নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে বৃটিশ আমল হতেই এই উপমহাদেশে (বাংলাদেশে) ড্রেজার ব্যবহার শুরু হয়। ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সহ সার্বিক কর্মকান্ড প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার্স এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বাপাউবো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভূক্তির পর থেকে ড্রেজার পরিদপ্তর "No profit No loss" ভিত্তিতে স্ব-আয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে ৬০ লক্ষ ঘনমিটার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯.৪১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করে মোট আয় হয় ৩৯.৬০ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয় ৩৯.৩৭ কোটি টাকা। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে সম্পাদনকৃত ড্রেজিং কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজস্ব ড্রেজার পরিদপ্তরের আয়ের প্রধান উৎস। এ আয় দ্বারা ড্রেজার পরিদপ্তরের সংস্থাপন, পরিচালন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ২৮টি (১৫টি ১৮", ১২টি ১২" এবং ১টি ৬" ডিসচার্জ পাইপ ডায়ার) বিভিন্ন ক্ষমতার কাটার সাকশান ড্রেজার, ৫টি এ্যম্ফিবিয়ান এক্সকাভেটর ও ২টি বুষ্টার পাম্প রয়েছে। এছাড়া ওয়ার্কবোট, টাগবোটসহ অন্যান্য ৩০টি সহযোগী জলযান রয়েছে। এছাড়া পাউবো'র প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২") এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন পূনর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮" ও ১টি ১২") কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। ১২" ডায়ার কাটার সাকশান ড্রেজারগুলি ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬ সালে সংগ্রহ করা হয়। এগুলির অধিকাংশই বর্তমানে অকেজো হয়ে পড়েছে। নিয়মিত দক্ষ জনবলের অভাবে ড্রেজার পরিচালনা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে; কিন্তু দক্ষ লোকবলের অভাবে কারখানাটি অচল হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজারগুলির বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ৬০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে সম্পাদিত প্রধান প্রধান ড্রেজিং কাজগুলো ছিল- পানি উন্নয়ন বোর্ডের জি.কে ইনটেক চ্যানেল খনন, চাঁদপুরস্থ চরবাগাদী পাম্প হাউজের ইনটেক চ্যানেল খনন, হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের অনুকুলে টুঙ্গিপাড়াস্থ বর্ণি বাওড় খনন, মধুমতি বাওড় খনন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পবিহন কর্তৃপক্ষের

পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরীরুট খনন, পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী নৌরুট খনন, মাওয়া-মঙ্গলমাঝি-চরজানাজাত ফেরী রুট ড্রেজিং, ঢাকা-বরিশাল নৌ-রুট ড্রেজিং, মংলা জয়মনি ড্রেজিং, গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সম্মুখে খনন, এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) এর ভেড়ামারাস্থ ৪০০ কেভি ব্যাক টু ব্যাক বিদ্যুৎ সাব-ষ্টেশন নির্মান স্থলের ভূমি উন্নয়নকল্পে মাটি ভরাট।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে ১৩০৯.৮৮১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মূল্যমানের "Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১১টি উচ্চ খনন ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রেজারসহ অন্যান্য সহযোগী জলযান ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় ঋণের আওতায় আরো ২টি ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক জলযানও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। এসকল ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হলে ড্রেজার পরিদপ্তরের ড্রেজিং সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ক্যাপিটাল ড্রেজিং আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে ক্যাপিটাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার সাথে সাথে মেইনটেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে। যা দ্বারা সকল মেইনটেইনেন্স ড্রেজিং সম্পদিত হবে।

২০১১-১২ অর্থবছরে ড্রেজার পরিদপ্তরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী

(একক ঃ লক্ষ টাকা)

ক্রং নং-	খাতের নাম	আয়	ব্যয়	মন্তব্য
১।	ড্রেজার হতে আয়	৩৯৫৯.৯০		
২।	বিবিধ আয়	২৪.১২		
৩।	পরিচালন ব্যয়		৩২৭৭.৬৩	
৪।	প্রশাসনিক ব্যয়		৩১৫.৩৩	
৫।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ		৩৪৩.৯০	
	মোট=	**৩৯৮৪.০২**	**৩৯৩৬.৬৬**	

(খ) যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্ব-আয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক কাজ যেমনঃ পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোর গেট নির্মাণ, মেরামত ও সংযোজন; পাম্প হাউজ সংস্কার ও মেরামত; বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বয়লার ও কুলিং টাওয়ার নির্মাণ ইত্যাদি যান্ত্রিক কাজ করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পে ভারী যন্ত্রপাতি ভাড়া প্রদান করে এই প্রতিষ্ঠান রাজস্ব আয় করে থাকে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের আয় হয়েছে ১২২০.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৩০২.০০ লক্ষ টাকা। স্ব-আয়ে পরিচালিত যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে সংস্থাটিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে বাপাউবো এর সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রেখে Need based জনবল প্রণয়ন এবং মেরামত মঞ্জুরী খাতে বেতন ভাতাদি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের গেট ও হোয়েষ্ট নির্মাণ ও স্থাপনসহ সকল কর্মকান্ড এবং আয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রং নং-	খাতের নাম	আয়	ব্যয়	মন্তব্য
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়ার আয়	২৭৫.০০		
২।	জলযান ভাড়ার আয়	১০০.০০		
৩।	ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	৮০০.০০		

৪।	বিবিধ	৪৫.০০		
৫।	পরিচালন ব্যয়		৯৭৭.০০	
৬।	প্রশাসনিক ব্যয়		৩২৫.০০	
	মোট =	**১২২০.০০**	**১৩০২.০০**	

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে। এর ফলে বোর্ডের কর্মকাণ্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে। বোর্ড সার্বক্ষণিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধার্থে ২০১০-২০১১ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, GIS সেল, নতুন আঙ্গিকে Dynamic Web Portal চালু এবং ঢাকা শহরের দশটি ভবনের প্রায় ২৫০টি কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP) ও GIS based MIS of Completed Project কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের অনেক কর্মকাণ্ডে সুফল পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পে-রোল পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা সহ ২৫টি আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (RAC) সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট (নগই) ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশের (জেআরসি) হিসাব আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থার upgrading এবং জিপিএফ, পেনশন, Loans and Advances ও অডিট আপত্তি প্রক্রিয়াকরণে Application software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেতন-ভাতাদি, জিপিএফসহ হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে জিপিএফ হিসাব কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সংরক্ষণ করা হয়।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেন্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং এ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেওয়া সম্ভব হবে।

বিকল্প বিদ্যুতের জন্য সৌর প্যানেল স্থাপন

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সদর দপ্তরসহ তার অধিনস্ত ৮টি জোনের প্রধান কার্যালয়ে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে সৌর প্যানেল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পাউবোর্ডের ঢাকা-এর গ্রীণরোড ডিজাইন অঙ্গন এবং কুমিল্লা, বরিশাল, ফরিদপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম জোনের প্রধান কার্যালয়ে সৌর প্যানেল স্থাপন করতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। অন্যান্য জোন যথাঃ খুলনা, রংপুর, সৌর প্যানেল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে- যা শীগ্রই সম্পন্ন হবে।

সোলার প্যানেল (গ্রীনরোড ডিজাইন অঙ্গন)

জনগণের অংশ গ্রহণমূলক কার্যক্রম

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সরকারের একটি নীতিগত প্রতিশ্রুতি। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ কম-বেশী- এ দেশে ঐতিহাসিক ভাবে হয়ে আসছে। এ অংশগ্রহণ সুশৃংখল এবং নিয়মিত পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে করার জন্য এলাকাবাসীর পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রয়োজন এবং তাদের সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যাতে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সম্পদ আহরনের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ধারাবাহিক ভাবে ধরে রাখতে পারে এবং ক্রমান্বয়ে দৃঢ় ও টেকসই করতে পারে।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১ মোতাবেক বোর্ড এর সকল প্রকল্পে অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নীতি বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ মোতাবেক ১০০১ থেকে ৫০০০ হেক্টর পর্যন্ত এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং ৫০০০ হেক্টরের অধিক এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত করা হবে। বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচেছ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচেছ।

এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হয়েছে।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১) সদস্যদের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার;
২) কৃষি/মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য প্রাসংগিক উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড উদ্দীপিত করা;
৩) প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীমের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করা;
৪) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য স্থানীয় সম্পদ আহরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৫) সদস্যদের কল্যানার্থে সমবায় সমিতি হিসাবে অন্যান্য সাধারণ কাজ করা;

উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ বাপাউবোর্ড এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা সহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন-এ ধার্যকৃত সেচ সার্ভিস চার্জ পরিশোধের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবোর্ড কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহনের উদ্দেশ্যে সমিতির সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষন দেয়া হচ্ছে। সমিতি সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবোর্ড বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে আইনগত স্বীকৃতি দেয়ার জন্য বাপাউবোর্ড এর অধীন নিবন্ধিত করা হচ্ছে।

বাপাউবোর্ড কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ (জুন-২০১২ পর্যন্ত)ঃ

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভূক্ত এলাকা (হেঃ)	পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG)		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA)		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF)		মন্তব্য
		গঠনের অগ্রগতি	নিবন্ধেনের অগ্রগতি	গঠনের অগ্রগতি	নিবন্ধেনের অগ্রগতি	গঠনের অগ্রগতি	নিবন্ধেনের অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১৯	১৬০১৮৬১	৫৩৯১	১৩০৯	১৯০	৫৭	৭	-	

সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতি

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন /২০১২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিভূত)	
			২০১০-১১	২০১১-১২	২০১০-১১	২০১১-১২	জুন/১১ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিলা	মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্প চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫১.৫০ ৫.০০	৫১.৫০ ৫.০০	১০.৩৭ ২.৪১	১৪.৫০ ৩.৫০	১৩১.৬৪ ১২.৭৪	১৪৬.১৪ ১৬.২৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	১.০০ ৫.০০ ০.২০	১.০০ ৫.০০ ০.২০	০.৯৫ ২.৪৬ ০.০০	১.৫৭ ২.৫৫ ০.০০	১১.১৩ ১৪.০০ ১.০২	১২.৭০ ১৬.৫৫ ১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৯.১৭	৩.৭৮	৭৬.৬৪	৮০.৪২
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩২.৬৪	৩১.৭৯	১৯৩.১৫	২২৪.৯৪
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.৫৪	০.০৭	১৫.৪৪	১৫.৫১
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	০.৮৩	১১.৭৫	১৯.৬৪	৩১.৩৯
	মোট		১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৬৯.৫১	৪৭৬.৪৫	৫৪৫.৯৬

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০১০-১১ সালে			২০১১-১২ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১০-১১ সালের জুন/১১ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	জুন/১২ পর্যন্ত আদায়

১৭৫.৮০	৫৯.৩৭	৫৯.৩৭	১৭৫.৮০	৬৯.৫১

জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি

২০১১-১২ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৩০৪.৫৬ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে জুন '১২ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	২৮৬.৭৯	৯৪.১৭%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	২১১.২৬	৬৯.৩৭%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৬৩.০১	২০.৬৯%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১৫৩.৮৩	৫০.৫১%
৫।	তহবিল প্রদান	৫৭.৬৪	১৮.৯২%
৬।	দখল প্রাপ্ত	৬৪.৪৯	২১.১৭%

পেন্ডিং	২৪০.০৭ হেঃ
- জেলা প্রশাসক	১৩২.৯৬ হেঃ (৪৩.৬৬%)
- পানি উন্নয়ন বোর্ড	১০৭.১১ হেঃ (৩৫.১৭%)
- ভূমি মন্ত্রণালয়	০.০০ হেঃ (০.০০%)

২০১০-১১ সালের জের (Carried over)	= ০.০০ হেঃ
২০১১-১২ সালের কার্যক্রম	= ৩০৪.৫৬ হেঃ
মোট	= ৩০৪.৫৬ হেঃ

জেন্ডার উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৯৯৯ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে "অংশ গ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০০১" এবং পরবর্তীকালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০৪) এবং নারী-পুরুষ সমতা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়। এ সকল দলিলে পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর স্বক্রিয় অংশ গ্রহণ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর ভিত্তিতে বোর্ডের সদর দপ্তরে এবং মাঠপর্যায়ের সকল কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে নারীর স্বক্রিয় অংশগ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। নারী সদস্যরা যাতে পানি ব্যবস্থাপনায় স্বক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ে নারী সদস্যদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সামাজিক ও জেন্ডার বিষয়ে সদস্যদের জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে পারিবারিক ও কমিউনিটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টির প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়। নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নে বাপাউবো নারী কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে নির্বাহী পদে বদলি তথা সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ ভাগ ভূমিতে বন সৃজন করার প্রয়াসে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এই লক্ষ্য পূরণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪ এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মুল লক্ষ্যসমুহ নিম্নরূপঃ

- উপকূলীয় এলাকায় ঝড়-জলোচ্ছ্বাস হতে উপকূলীয় জনসাধারণকে রক্ষা করা;
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত জমি বনায়নপূর্বক সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থাপনা সমুহের রক্ষণাবেক্ষণ;
- বৃক্ষরোপণ কর্মসুচিতে সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

এক নজরে বাপাউবোর সাফল্যের খতিয়ান

সরকারের পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ, ভোলা সেচ প্রকল্প, মুহুরী সেচ প্রকল্প, বিভিন্ন হাওর রক্ষা প্রকল্প, গোমতী বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মতো বড় বড় প্রকল্প সমাপ্ত হয়। রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভৈরববাজার ইত্যাদি বড় বড় শহরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। সেসঙ্গে সীমান্ত নদীগুলোর ভাঙ্গনের ফলে দেশের ভূ-খণ্ড হারানো প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়। এ ছাড়া যমুনা নদীর করাল গ্রাস থেকে সিরাজগঞ্জ ও সারিয়াকান্দি রক্ষাকল্পে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প; ফ্যাপের অধীন কামারজানী, গুটাইল রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও চাপাই-নবাবগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, সিরাজগঞ্জ ও কাজিপুরে কয়েকটি প্রতিরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে ও বাস্তবায়নাধীন আছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্পের আওতায় খুলনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রাম শহরকে নদীভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে। যার ফলে ৬টি পৌর এলাকার প্রায় ১২ লক্ষ লোক, তাদের সহায় সম্পদ এবং সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাদি নদীভাঙ্গন ও বন্যার কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। ঢাকা শহরের পশ্চিমাংশের ১৩৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকার বন্যা বাঁধ/ফ্লাড ওয়াল নির্মাণের মাধ্যমে বন্যামুক্ত কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের অধীনে আশুলিয়া-মীরপুর-লালবাগ-মিটফোর্ট পর্যন্ত অংশে বাঁধের উপর ৩২ কিলোমিটার পাকা সড়ক নির্মিত হয়েছে যার ফলে মহানগরীর পশ্চিমাংশে যানবাহন চলাচলের এক নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিগত ৫৩ বছরে (জুন, ২০১১-১২ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য ছোট বড় ৭৬৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ যাবত প্রকল্পগুলোর বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় ৬০ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্ত ও জলাবদ্ধতা নিরসন করে কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৩৮টি বৃহত্তম, ৬০টি বৃহৎ ও ১৫৬টি মাঝারি ও ছোট আকারের সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৪৫৭১ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১০,৪০৫ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবোর প্রকল্প এলাকায় ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে প্রায় ৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া মেঘনার মোহনায় বেশ কয়েকটি আড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১০২০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি সৃষ্টি/উদ্ধার করা হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমগ্র দেশের প্রায় ৪০% এবং বন্যা বিধৌত অঞ্চলের প্রায় ৫০% এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে। বিভিন্ন অবকাঠামোর তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রঃ নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১০-১১ অর্থবছরে নির্মিত
১	২	৩
১.	বড় হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	৫৭
২.	ছোট হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (সংখ্যা)	৮৯
৩.	ব্রীজ ও কালভার্ট (সংখ্যা)	০
৪.	ক্লোজার (সংখ্যা)	১১
৫.	বাঁধ নির্মাণ (কিলোমিটার)	৫৮.০০
৬,	বাঁধ রিসেকশনিং (কিলোমিটার)	৩২২.০০
৭.	ড্রেনেজ চ্যানেল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১১৯.০০
৮.	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	৫০.০০
৯.	নিষ্কাশন খাল (কিলোমিটার)	৪৬.০০
১০.	শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের (সংখ্যা)	১

ক্রঃ নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১০-১১ অর্থবছরে নির্মিত
১	২	৩
১১.	প্রতিরক্ষা কাজ (কিলোমিটার)	৩৪.১৪
১২.	ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (সেট)	২
১৩.	নদ-নদী ড্রেজিং ও খনন (কিলোমিটার)	১১৪
১৪.	নদী ড্রেজিং রক্ষনাক্ষেন (কিলোমিটার)	৩০

এক নজরে জুন ২০১২ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকান্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৭৬৪	টি
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা	৬০	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধা প্রাপ্ত এলাকা	১৪.০০	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০২০	বর্গ কিলোমিটার
শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের সংখ্যা	২১	টি
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১০,৪৬৩	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫,২২৫	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৪,৪৩৩	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	১৯	টি
ক্লোজার	১৩৫৬	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৬৩০	টি
রাবার ড্যাম	৩	টি
ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (সেট)	২	সেট
নদ-নদী ড্রেজিং ও খনন (কিলোমিটার)	১১৪	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০৪১	কিলোমিটার

উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দেশের দুর্ভিক্ষ পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে উপ-মহাদেশের এ অংশে ৩১ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ১৮৬০ সালের পূর্বের ৪০ বছরে ১২ বার এবং ১৯০০ সালের পর ৭ বার দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে । এ ছাড়াও নদীভাঙ্গন হতে শহররক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রতিরক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে । উল্লেখ্য, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশে যেখানে ৯.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছে, সেখানে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ধানের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ২৮.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০০৮)। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগণের সমন্বিত অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচনে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামোর পরিচিতি

১।	**বন্যা বাঁধ** বাঁধের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ	 সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫
২।	**সেচ খাল** সেচ খালের মাধ্যমে কৃষি জমিতে সেচ প্রদান	 তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রধান সেচ খাল, রংপুর
৩।	**নিষ্কাশন খাল** নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসল রক্ষা	 নোয়াখালী খাল
৪।	**বাঁধ কাম রাস্তা** উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন	

		সাতক্ষীরা পোল্ডার ৫
৫।	**স্লুইস গেট** নিষ্কাশন ও লবণাক্ত পানি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ	 বেতুয়া স্লুইস, চরফ্যাশন, ভোলা
৬।	**রেগুলেটর** প্রবাহমান ছোট নদী বা খালে অবকাঠামো নির্মাণ করে উজানের পানি ভাটির দিকে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ	 তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ৫ ভেন্টের রেগুলেটর
৭।	**বোট পাস** খাল ও বাঁধের সংযোগস্থলে নির্মিত রেগুলেটরের মধ্যে দিয়ে নৌচলাচল সচল রাখা	 সাতলা বাগদা (পোল্ডার ১) বোট পাস
৮।	**ব্যারেজ** প্রবাহমান বড় নদীতে কাঠামো নির্মাণ করে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা	 তিস্তা ব্যারেজ

৯।	**রাবার ড্যাম** প্রবাহমান খালে/ছড়ায় রাবারের টিউব বসিয়ে প্রয়োজনে টিউবে বাতাস ভরে খালের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনে টিউব খালি করে স্বাভাবিক প্রবাহ সচল করা	 রাবার ড্যাম (পেকুয়া, কক্সবাজার)
১০।	**রেগুলেটর কাম ব্রীজ** পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন	 কেআইপি প্রকল্পের ইছামতি রেগুলেটর কাম ব্রীজ
১১।	**ক্লোজার ড্যাম** প্রবাহমান নদী/খাল স্থায়ীভাবে বন্ধ করা	 মুহুরী প্রকল্পে ফেনী নদী ক্লোজার ড্যাম
১২।	**স্পার** তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্যে নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীর হতে অপর তীরের দিকে ফিরানো	 তিস্তা প্রকল্পে সলিড স্পার

১৩।	**<u>গ্রোয়েন</u>** তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্যে নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীর হতে অপর তীরের দিকে ফিরানো	 যমুনা নদীতে কালিতলা গ্রোয়েন
১৪।	**<u>রিভেটমেন্ট/হার্ড পয়েন্ট/গাইড বাঁধ</u>** নদীর মূল প্রবাহ প্রবাহমান তীরের দিকে রেখে তীর সংরক্ষণ কাজ	 যমুনা নদীতে রিভেটমেন্ট
১৫।	**<u>পাম্প হাইজ</u>** যান্ত্রিক উপায়ে নদী হতে পানি উঠানো/প্রকল্প এলাকা হতে নদীতে পানি বের করা	 জিকে সেচ প্রকল্পের প্রধান পাম্প হাউজ
১৬।	**<u>অ্যাকুয়াডাক্ট</u>** সেচ খাল ও নিষ্কাশন খালের সংযোগস্থলে কাঠামো নির্মাণ করে সেচ খালের প্রবাহ কাঠামোর মধ্য দিয়ে সচল রাখা	 তিস্তা প্রকল্পে অ্যাকুয়াডাক্ট

১৭।	**এক্সকাভেটর** যান্ত্রিক উপায়ে মাটিতে স্থাপন করে ছোট ছোট নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন করা	
১৮।	**ড্রেজার** যান্ত্রিক উপায়ে নদীর পানিতে স্থাপন করে বড় বড় নদী বা খাল খনন/পুনঃখনন করা	 গড়াই নদী পুনঃ খনন
১৯।	**জিও টেক্সটাইল ও জিওব্যাগ** নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য ফিল্টার মেটিরিয়াল হিসেবে জিও টেক্সটাইল এবং প্রতিরক্ষা মেটিরিয়াল হিসেবে জিও ব্যাগ ব্যবহার করা হয়।	 যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট (জেএমআরইএমপি)
	ফিস-পাস ঃ প্রজনন মৌসুমে নদী থেকে মাছ খালে-বিলে এবং খালে-বিল থেকে নদীতে অবাদ যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয়।	 ফিস-পাস, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

পরিশিষ্ট-১

২০১১-২০১২ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৩২৬০.০০	১৩২৬০.০০	৫৯০০.৩৭	৫৯০০.৩৭	৫০.৩০	১১২৫.০০	১১২৫.০০	৮.৪৮	৮.৪৮	৫৮.৭৮
	(২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
২	খালিয়াঝুরি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিস্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৪১৬১.০০	৪১৬১.০০	৩৩৬৯.০০	৩৩৬৯.০০	৮১.০২	৫৪৯.০০	৫৪৯.০০	১৩.১৯	১২.৯৫	৯৩.৯৭
	(২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৩	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী	১৫৩৭৯.০০	১৫৩৭৯.০০	৭০০১.৪২	৭০০১.৪২	৭৩.৫০	২.০০	২.০০	০.০১	০.০০	৭৩.৫০
	বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৪	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত)	৯৮২২৭.৫৬	৯৮১৩.২০	২০১৫২.৪০	৩৫৯১.৬৮	২৩.৬০	৯৩৬০.৮০	৪৮৫.৭৫	১৩.২২	৯.৫০	৩৩.১০
	(২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৮৮৪১৪.৩৬	৬৯৯০৩.৫৫	১৬৫৬০.৭২	১৬৫৬০.৭২		৮৮৭৫.০৫	৮৮৬৬.১০			
৫	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট	৬৪১১৬.০০	২৭০৭০.০০	৩৬৮৪৪	৮৭৭৯.৮৯	৮৭.৫৮	১৩৪৮০.০০	৪৫০০.০০	১২.৪২	১১.৭৩	৯৯.৩১
	ফেজ-২ (২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত - ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত ।	৩৭০৪৬.০০	৩৩৯৩৩.০০	২৮০৬৪.৯৩	২৬৩৫৭.৫৯		৭৭৯৭.১৩	৬৭৫৪.৫৬			
৬	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ	৪৫৬৪.০০	৪৫৬৪.০০	২০২২.৮৭	২০২২.৮৭	৫৩.৪৮	৯০০.০০	৯০০.০০	১৯.৭২	১৯.০০	৭২.৪৮
	প্রজেক্ট (পিসি-২) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১২-১৩)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৭	পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর হইতে হুলারহাট পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/০৫ - ৩০/০৬/১২) (১ম সংশোধিত) প্রস্তাবিত - জুন/১৩ পর্যন্ত ।	৩২৮৪.০০ ০.০০	৩২৮৪.০০ ০.০০	২৯৫৬.০৪ ০.০০	২৯৫৬.০৪ ০.০০	৯০.০০	৩০০.০০ ০.০০	৩০০.০০ ০.০০	১০.০০	৯.৯০	৯৯.৯০
৮	যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকা সংলগ্ন বিল সমূহের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ১ম সংশোধিত । (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত - জুন/১৩ পর্যন্ত ।	৭৩৬০.৫০ ০.০০	৭৩৬০.৫০ ০.০০	৫৩২০.৪৭ ০.০০	৫৩২০.৪৭ ০.০০	৭৮.৫০	১২৫৪.০০ ০.০০	১২৫৪.০০ ০.০০	১৭.০৪	১৪.৫০	৯৩.০০
৯	পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে চাপাই নবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	১৫৩২৪.১৮ ০.০০	১৫৩২৪.১৮ ০.০০	৭৭১৫.৩৩ ০.০০	৭৭১৫.৩৩ ০.০০	৮১.৩৫	৫৪৬৭.০০ ০.০০	৫৪৬৭.০০ ০.০০	১৮.৬৫	১৮.৬৫	১০০.০০
১০	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৭-০৮ থেকে ২০১১-১২)	২৬৬৩.০০ ০.০০	২৬৬৩.০০ ০.০০	২১৩৮.৩৪ ০.০০	২১৩৮.৩৪ ০.০০	৮০.৩০	৪৫২.০০ ০.০০	৪৫২.০০ ০.০০	১৯.৭০	১৯.৭০	১০০.০০
১১	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত - জুন/১৩ পর্যন্ত ।	১৯১৩৩.৮১ ০.০০	১৯১৩৩.৮১ ০.০০	৮৫১৫.০৫ ০.০০	৮৫১৫.০৫ ০.০০	৪৯.১৭	২৩০৮.০০ ০.০০	২৩০৮.০০ ০.০০	১২.০৬	১৯.৫০	৬৮.৬৭
১২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৩৯২৩.৪০ ৩৩৯২৩.৪০	০.০০ ৩৩৯০৫.৭৫	৩০২০.৫৬ ৩০২০.৫৬	০.০০ ৩০০৩.২০	৮.৯০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০	০.০০ ৭৫০০.০০	২২.১১	১৬.৫০	২৫.৪০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১৩	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত। প্রস্তাবিত - জুন/১৩ পর্যন্ত।	১৫০৬০.৪৫ ০.০০	১৫০৬১.৪৫ ০.০০	৭১২৪.০৭ ০.০০	৭১২৪.০৭ ০.০০	৫১.৪৩	২২৫০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ০.০০	১৪.৯৪	১৪.৯৪	৬৬.৩৭
১৪	রাজবাড়ী শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৪৭৭৬.০০ ০.০০	৪৭৭৬.০০ ০.০০	৩৪২৫.১০ ০.০০	৩৪২৫.১০ ০.০০	৮০.০০	১৩৪৮.০০ ০.০০	১৩৪৮.০০ ০.০০	২০.০০	২০.০০	১০০.০০
১৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	৯৪২১৪.০০ ০.০০	৯৪২১৪.০০ ০.০০	১১৩১৯.৭৩ ০.০০	১১৩১৯.৭৩ ০.০০	১৭.৫০	১৪১১৫.০০ ০.০০	১৪১১৫.০০ ০.০০	২০.৮২	২০.৮২	৩৮.৩২
১৬	মধুমতি নদীর ভাংগন হতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় অবস্থিত কালনা ফেরীঘাট সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাদারীপুর শহর ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৭৪৬.০০ ০.০০	৩৭৪৬.০০ ০.০০	১৬৯১.৩৭ ০.০০	১৬৯১.৩৭ ০.০০	৪৫.১৫	১৮৮০.০০ ০.০০	১৮৮০.০০ ০.০০	৫৪.৮৫	৫৪.৮৫	১০০.০০
১৭	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জানু/১৩ পর্যন্ত)	১৭৬৫৪.০০ ০.০০	১৭৬৫৪.০০ ০.০০	৩৮১৮.৬৪ ০.০০	৩৮১৮.৬৪ ০.০০	২১.৫৫	৩৩০০.০০ ০.০০	৩৩০০.০০ ০.০০	১৮.৬৯	১৮.৬৯	৪০.২৪
১৮	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত - জুন/১৪ পর্যন্ত ।	১৪২৮৭.৫৬ ০.০০	১৪২৮৭.৫৬ ০.০০	২২৯৬.২৯ ০.০০	২২৯৬.২৯ ০.০০	১৬.০৭	১৫০০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ০.০০	১০.৫০	৩.৫০	১৯.৫৭

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমীক্ষা প্রকল্প (১.৫.২০১০ থেকে ৩১.১২.১১)। প্রস্তাবিত জুন/১২ পর্যন্ত।	১৫৪.০০ ০.০০	১৫৪.০০ ০.০০	৩৯.৫৬ ০.০০	৩৯.৫৬ ০.০০	৬০.০০	৭৩.০০ ০.০০	৭৩.০০ ০.০০	৪০.০০	৩৭.০০	৯৭.০০
২০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বক্শীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২), প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত ।	৯৮৩৫.০৫ ০.০০	৯৮৩৫.০৫ ০.০০	৩০৭০.০০ ০.০০	৩০৭০.০০ ০.০০	৩১.২২	৩০০০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ০.০০	২৫.৪২	২৫.৪২	৫৬.৬৪
২১	সমাপ্য প্রকল্প খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	২১৩৪.০০ ০.০০	২১৩৪.০০ ০.০০	৩৮৪.১৩ ০.০০	৩৮৪.১৩ ০.০০	১৮.০০	৬০০.০০ ০.০০	৬০০.০০ ০.০০	২৮.২২	২৮.২২	৪৬.২২
২২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)। প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	১৩৪১০.২৫ ০.০০	১৩৪১০.২৫ ০.০০	১৫৮৬.৯৮ ০.০০	১৫৮৬.৯৮ ০.০০	১১.৮৩	২০০০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ০.০০	১৪.৯১	১৯.৯১	৩১.৭৪

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
২৩	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদূরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন/১৪)	৪১৭০০.৭১ ০.০০	৪১৭০০.৭১ ০.০০	২৩৯৮.৩৩ ০.০০	২৩৯৮.৩৩ ০.০০	৬.৮৩	৩৩০০.০০ ০.০০	৩৩০০.০০ ০.০০	৭.৯১	১৪.০০	২০.৮৩
২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৩৬০৬.০০ ০.০০	৩৬০৬.০০ ০.০০	৯৯৯.৪৯ ০.০০	৯৯৯.৪৯ ০.০০	৫৬.০০	২২৯১.০০ ০.০০	২২৯১.০০ ০.০০	৪৪.০০	৪৪.০০	১০০.০০
২৫	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত)	১৬৯৪০.০০ ০.০০	১৬৯৪০.০০ ০.০০	৪৮০০.৩২ ০.০০	৪৮০০.৩২ ০.০০	২৬.১০	৫২৫০.০০ ০.০০	৫২৫০.০০ ০.০০	৩৩.৭১	৩৯.১৬	৬৫.২৬
২৬	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত)	১৫৫৭২.০০ ০.০০	১৫৫৭২.০০ ০.০০	৪৫৯৯.৯৭ ০.০০	৪৫৯৯.৯৭ ০.০০	২৯.৫৪	৫২৫০.০০ ০.০০	৫২৫০.০০ ০.০০	৩৩.৭১	৩৯.৮২	৬৯.৩৬
২৭	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিষ্টেম ইন বাংলাদেশ (২০১০-১১ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত ।	১০২৮১.০০ ০.০০	১০২৮১.০০ ০.০০	৩৮৩৭.৪৬ ০.০০	৩৮৩৭.৪৬ ০.০০	৩.৭৩	৬৫০০.০০ ০.০০	৬৫০০.০০ ০.০০	৬.৩২	৪৬.৭৪	৫০.৪৭
২৮	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩)	৯৪৪০৯.০০ ০.০০	৯৪৪০৯.০০ ০.০০	৫৭৮.৯৯ ০.০০	৫৭৮.৯৯ ০.০০	০.৬২	১৫২৫.০০ ০.০০	১৫২৫.০০ ০.০০	১.৫৯	১.৮৫	২.৪৭

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন/২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
২৯	সুরেশ্বর এফসিডিআই প্রকল্পের জরীপ ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প সংশোধিত অনুমোদিত (মে/১০ থেকে জুন/১২ পর্যন্ত)।	১৫৬.০০ ০.০০	১৫৬.০০ ০.০০	৫৪.৮৭ ০.০০	৫৪.৮৭ ০.০০	৪৫.০০	৮৬.০০ ০.০০	৮৬.০০ ০.০০	৫৫.০০	৫৫.০০	১০০.০০
৩০	ভৈরব বন্দর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	২৩৯২.২১ ০.০০	২৩৯২.২১ ০.০০	৪৯৫.৯৪ ০.০০	৪৯৫.৯৪ ০.০০	১৯.০০	৯০০.০০ ০.০০	৯০০.০০ ০.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৫৭.০০
৩১	সমাপ্য প্রকল্প চন্দনা বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-জুন/১৩ পর্যন্ত) ।	৫৯৫৩.০০ ০.০০	৫৯৫৩.০০ ০.০০	৩৩৬.৮৮ ০.০০	৩৩৬.৮৮ ০.০০	৫.৭১	১৭০০.০০ ০.০০	১৭০০.০০ ০.০০	২৮.৫৬	৪০.৪১	৪৬.১২
৩২	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপামি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)প্রস্তাবিত - জুন/১৪ পর্যন্ত।	১৩০৯৯৮.০০ ০.০০	১৩০৯৯৮.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	১৪৬.০০ ০.০০	১৪৬.০০ ০.০০	০.১১	০.১১	০.১১
৩৩	সিরাজগঞ্জ হার্ড-পয়েন্ট মেরামত ও পুর্নবাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১২)।	৭১৪৫.১২ ০.০০	৭১৪৫.১২ ০.০০	২০২০.৭০ ০.০০	২০২০.৭০ ০.০০	৭৫.৬৩	৫১০২.০০ ০.০০	৫১০২.০০ ০.০০	২৪.৩৭	২১.৩০	৯৬.৯৩
৩৪	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৩৪৬৬৩.২৮ ০.০০	৩৪৬৬৩.২৮ ০.০০	৭১৮০.৬৭ ০.০০	৭১৮০.৬৭ ০.০০	২০.৭২	৬৪৯২.০০ ০.০০	৬৪৯২.০০ ০.০০	১৮.৭৩	৩৩.৬৯	৫৪.৪১
৩৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	৪২৪২.০০ ০.০০	৪২৪২.০০ ০.০০	২.০৩ ০.০০	২.০৩ ০.০০	০.০৫	২৫০.০০ ০.০০	২৫০.০০ ০.০০	৫.৮৯	৪.৮০	৪.৮৫

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৩৬	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	২৮৫৪০.০০ ০.০০	২৮৫৪০.০০ ০.০০	৫১৩.৭৮ ০.০০	৫১৩.৭৮ ০.০০	১.৯৩	১৬৭৫.০০ ০.০০	১৬৭৫.০০ ০.০০	৫.৭৮	২৫.০০	২৬.৯৩
৩৭	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	৭৩৩৭.০০ ০.০০	৭৩৩৭.০০ ০.০০	৮৪.৩৮ ০.০০	৮৪.৩৮ ০.০০	১.১৫	১১১৬.০০ ০.০০	১১১৬.০০ ০.০০	১৫.২১	১৫.২১	১৬.৩৬
৩৮	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/ডিসেম্বর/১২পর্যন্ত) সংশোধিত অনুমোদিত-ডিসেঃ/১৪ পর্যন্ত ।	৬১১৬.৪৩ ০.০০	৬১১৬.৪৩ ০.০০	৩৯৯.৯৬ ০.০০	৩৯৯.৯৬ ০.০০	৬.৫৩	৭৫০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ০.০০	১২.৬৩	২৪.৩০	৩০.৮৩
৩৯	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)) ।	১৭০৩১.০০ ০.০০	১৭০৩১.০০ ০.০০	৭৯৮.৬৫ ০.০০	৭৯৮.৬৫ ০.০০	৪.৭০	১৮০০.০০ ০.০০	১৮০০.০০ ০.০০	১০.৫৭	৫৫.০০	৫৯.৭০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৪০	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	২০০৮৯.০০ ০.০০	২০০৮৯.০০ ০.০০	১৯৯.৪৬ ০.০০	১৯৯.৪৬ ০.০০	১.০০	২৫০০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ০.০০	১২.৪৪	১৪.২৩	১৫.২৩
৪১	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012) PD, Dregerc. Proposed june/14	২৩৭৮২.০০ ০.০০	২৩৭৮২.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২.০০ ০.০০	২.০০ ০.০০	০.০১	০.০০	০.০০
৪২	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০১১-১২/২০১৩-১৪)	৬০৯৮৩.৩১ ০.০০	৬০৯৮৩.৩১ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	১৬৭.০০ ০.০০	১৬৭.০০ ০.০০	০.২৭	০.২৭	০.২৭
৪৩	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত	১১৬৮৬.৮৯ ০.০০	১১৬৮৬.৮৯ ০.০০	১৯৯.৯৭ ০.০০	১৯৯.৯৭ ০.০০	১.৭২	৫০০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ০.০০	৫.৯৯	৭.১৬	৮.৮৮

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৪৪	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৬/২০১২)। প্রস্তাবিত - জুন/১৩ পর্যন্ত।	৩২৩০.০০ ০.০০	৩২৩০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৭৫০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ০.০০	২৩.২২	২৯.০০	২৯.০০
৪৫	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১-৩১/১২/১৬)	২৭৬৬১.৩১ ২৩৯৫৭.১৯	৩৭০৪.১২ ১৩১০৯.২৫	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৩৭০০.০০ ৩৩০০.০০	৪০০.০০ ১৫০০.০০	১৩.৩৮	১৩.১০	১৩.১০
৪৬	হাওড় এলাকায় আগাম বণ্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০৭.১১-৩১.১২.১৫)।	৬৮৪৯৪.০০ ০.০০	৬৮৪৯৪.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৭৩৫.০০ ০.০০	৭৩৫.০০ ০.০০	১.০৭	১.০৭	১.০৭
৪৭	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৫)	২৬১৫৫.০০ ০.০০	২৬১৫৫.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	১৩৮৫.০০ ০.০০	১৩৮৫.০০ ০.০০	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩০
৪৮	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪)	৬৩৮৬.০০ ০.০০	৬৩৮৬.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	৭০.০০ ০.০০	৭০.০০ ০.০০	০.১০	১.৫০	১.৫০
৪৯	নওগা শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৪)	৭৩২৫.০০ ০.০০	৭৩২৫.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২০০.০০ ০.০০	২০০.০০ ০.০০	২.৭৩	২.৭২	২.৭২

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৫০	মুহুরী কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২)	১৩৯২৯.৩৯	১৩৯২৯.৩৯	১০১৬৮.১৯	১০১৬৮.১৯	৭৯.৬৫	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০	২০.৩৫	২০.৩৫	১০০.০০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৫১	সমাপ্য প্রকল্প মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০০৫-৩০-০৬-২০১২)	৬২২০.৪৮	৬২২০.৪৮	৫৭৮০.৮০	৫৭৮০.৮০	৯৪.০০	২৬৮.০০	২৬৮.০০	৪.৬৪	৩.৮৫	৯৭.৮৫
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৫২	সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪)	২৯৪০৬.৭৯	৫৭৮২.৪৫	১১২৪৯.৫৫	২২৫৪.২৬	৫৫.৯৭	৭৭০০.০০	১০০০.০০	২৬.১৮	১৮.০০	৭৩.৯৭
		২৩৬২৪.৩৪	১৯৫৯৮.১৭	৮৯৯৫.২৯	৫৯৭৪.২৯		৪৩৯৭.৬৬	৪০৪৫.০০			
৫৩	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প উত্তর ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১)	১০৯৯৭.০০	১০৯৯৭.০০	১৪৬৯.২৩	১৪৬৯.২৩	১৪.৫৭	১.০০	১.০০	০.০১	০.০০	১৪.৫৭
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৫৪	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প দক্ষিণ ইউনিট (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২০৭৮০.০০	২০৭৮০.০০	১৫২২.১৮	১৫২২.১৮	৮.১৫	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	৮.১৫
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৫৫	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত - জুন/১৫ পর্যন্ত ।	২৪৮৬৩.০০	২৪৮৬৩.০০	১১৩৩৪.৩৯	১১৩৩৪.৩৯	৪৫.৫৯	১২৯০.০০	১২৯০.০০	৫.১৯	৫.১৯	৫০.৭৮
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৫৬	দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলাধীন ঢেপা পুনর্ভবা পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	২১২১.০১	২১২১.০১	১১২৩.৭০	১১২৩.৭০	৭৪.৩৮	৭৪১.০০	৭৪১.০০	২৫.৬২	২৫.৫০	৯৯.৮৮
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১০-২০১১			২০১১-২০১২				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
				জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	আরএডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা	অগ্রগতি	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৫৭	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	৩৬১৭১.০০ ০.০০	৩৬১৭১.০০ ০.০০	২১২৮.৬৬ ০.০০	২১২৮.৬৬ ০.০০	৫.৮৮	১৬২৪.০০ ০.০০	১৬২৪.০০ ০.০০	৪.৪৯	৪.৪৯	১০.৩৭
৫৮	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ১২-১৩)	২৮১৪৫.০০ ০.০০	২৮১৪৫.০০ ০.০০	১৭৬৫.২২ ০.০০	১৭৬৫.২২ ০.০০	৬.৫৪	৩৫০০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০ ০.০০	১২.৪৩	১২.৪৩	১৮.৯৭
৫৯	ঢেপা নদীর বাম তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (০১/০৮/১০-৩০/০৬/১২)	২২৮৬.০০ ০.০০	২২৮৬.০০ ০.০০	৭৪৯.৯৭ ০.০০	৭৪৯.৯৭ ০.০০	৫১.০০	৮২৯.০০ ০.০০	৮২৯.০০ ০.০০	৪৯.০০	৪৮.০০	৯৭.৩৩
৬০	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত ।	৭৯৮৩.০০ ০.০০	৭৯৮৩.০০ ০.০০	১০.১৪ ০.০০	১০.১৪ ০.০০	০.১৪	৩১৭০.০০ ০.০০	৩১৭০.০০ ০.০০	৭০.০৩	৭০.০৩	৭০.১৭
৬১	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	৪৫৭০.৫০ ০.০০	৪৫৭০.৫০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০	২৫০.০০ ০.০০	২৫০.০০ ০.০০	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৭
৬২	মর্ডানাইজেশন এন্ড ইন্ট্রিগ্রেশন অব হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট অন গড়াই রিভার রেষ্টোরেশন (০১-১২-২০১০ - ৩০-১১-২০১১)	১১৬৪.০০ ৯২২.০০	২৪২.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.৪৩	১.০০ ০.০০	১.০০ ০.০০	০.০৯	০.০০	০.৪৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় মোট	প্রকল্প ব্যয় টাকা	২০১০-২০১১ জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয় মোট	২০১০-২০১১ জুন/২০১১ পর্যন্ত ব্যয় টাকা	২০১০-২০১১ জুন / ২০১১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১১-২০১২ আরএডিপি বরাদ্দ মোট	২০১১-২০১২ আরএডিপি বরাদ্দ টাকা	২০১১-২০১২ বাস্তব লক্ষমাত্রা	২০১১-২০১২ বাস্তব অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব (%) অগ্রগতি জুন / ২০১২ পর্যন্ত
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৬৩	নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২)	১৯৫৪.০০	১৯৫৪.০০	৪৬৪.০৪	৪৬৪.০৪	২৩.৭৫	৩৯৫.০০	৩৯৫.০০	২০.২১	০.০০	২৩.৭৫
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬৪	নদী প্রবাহ ও মরফোলজীর উপর ব্যান্ডেলিং এর প্রভাব সম্পর্কিত নদী গবেষণা (ফেজ-২) (১.১.২০১০ থেকে ৩১.১২.২০১২)	১৭৮.০০	১৭৮.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	৪২.১৩	২৫.০০	২৫.০০	১৪.০৪	১৩.৩৪	৫৫.৪৭
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬৫	প্রিপারেশন অব মাষ্টার প্ল্যান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব ডাটাবেস ফর হাওরস এন্ড ওয়েটল্যান্ডস (১.১.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০১২)	৭৩৯.০০	৭৩৯.০০	৪৯২.০০	৪৯২.০০	৬৬.৫৮	২৪৭.০০	২৪৭.০০	৩৩.৪২	৩৩.৪২	১০০.০০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			
৬৬	বহ্নি হাউর উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৬/১৩ পর্যন্ত।	৫৩৫৭.০০	৫৩৫৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৩.৭৩	৩.৭৩	৩.৭৩
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০			

পরিশিষ্ট-২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত চলমান প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং / প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং	মানননী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১১-২০১২ জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১২-২০১৩ এডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি (%)
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১ ১	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/১০)	২৪২.০০	২৪২.০০	২৪২.০০	২৪২.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
২ ৬	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/১০) (ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন)	৮৩৫৮.০০	৮৩৫৮.০০	৮৩৫৮.০০	৮৩৫৮.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
৩ ৭	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০) (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	১৬৫.০০	১৬৫.০০	৩২.০০	৩২.০০	৯০	১৩০.০০	-	১০	১০	১০০
৪ ৯	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/১০) (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	৩২.০০	৩২.০০	৩২.০০	৩২.০০	১০০	-	-	-	-	১০০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং / প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১১-২০১২			২০১২-২০১৩				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি (%)
				জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
৫ / ১০	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/১০) (ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন)	১৯৭৭.০০	১৯৭৭.০০	১৯৭৭.০০	১৯৭৭.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
৬ / ১১ (খ)	খ) তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)। (অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট)	১১৮.০০	১১৮.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৬০	৬০	৫০	-	৫০
৭ / ১২	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা	৪৭৬২.০০	৪৭৬২.০০	৪৭৬২.০০	৪৭৬২.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
	সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৬৮৪৯৪.০০ (অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক)	৬৮৪৯৪.০০	৭৩৪.৯২	-	১.০৭	২০০০.০০	২০০০.০০	২.৯২	৩.৭০	৪.৭৭
৮ / ১৩	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৬০৯৮৩.০০	৬০৯৮৩.০০	১৬৬.৮৩	১৬৬.৮৩	০.২৭	৮৫০.০০	৮৫০.০০	১.৪০	১.০৪	১.৩১
৯ / ১৫	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০)	২৬১৫৪.০০	২৬১৫৪.০০	১৩৭৩.৬৪	১৩৭৩.৬৪	৭	২০০০.০০	২০০০.০০	৫.৭৪	৭	১৪

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মানননী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১১-২০১২			২০১২-২০১৩				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি (%)
				জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
		পিএ	আরপিএ	পিএ	আরপিএ		পিএ	আরপিএ			
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১০ ১৬	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/১১) (ইসিআরআরপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন)	১০০০.০০ (জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড)	১০০০.০০	৯৫৮.০০	৯৫৮.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
১১ ১৭	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	২৩৯২.০০ (সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায়)	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
১২ ১৮	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০	৯৮১.৬৫	৯৮১.৬৫	৫০.১৬	১১০০.০০	১১০০.০০	৪৯.৮৪	৩৫.০৬	৭০.৩৫
১৩ ১৯	সোনাইছড়া, কোণাল-ছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/১০)	১৭৫৬.৫২ (জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড)	১৭৫৬.৫২	৭৮৭.৭৪	৭৮৭.৭৪	৮৮	৯৬৮.৭৮	৯৬৮.৭৮	১২	১২	১০০
১৪ ২২	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হ্তে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা । (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/১১)	১০৩৩৬.০০	১০৩৩৬.০০	১০৩৩৬.০০	১০৩৩৬.০০	১০০	-	-	-	-	১০০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং / প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১১-২০১২			২০১২-২০১৩				ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি (%)
				জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১৫ ২৩	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১৫/০৩/১১) (সাউথ-ওয়েষ্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায়)	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	২৩৯২.০০	১০০	-	-	-	-	১০০
১৬ ২৪	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/১১)	১৬৫৫১.০০	১৬৫৫১.০০	-	-	-	২০০.০০	২০০.০০	-	-	-
১৭ ২৫	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	১৪৯৯.৮৪ (জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড)	১৪৯৯.৮৪	-	-	-	১০৫৪.৯৬	১০৫৪.৯৬	-	-	১৮
১৮	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৬	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (লালমনিরহাট পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৯/১০/১১)	১৫০৬১.৫৪	১৫০৬১.৫৪	৯৩৭৪.০০	৯৩৭৪.০০	৭৫.০৫	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	২৪.৯৫	১৫.১০	৯০.১৫

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং / প্রতি-শ্রুতির ক্রমিক নং	মানননী প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয়		২০১১-২০১২			২০১২-২০১৩				ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি (%)
				জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		জুন / ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দ		বাস্তব		
		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	মোট পিএ	টাকা আরপিএ		মোট পিএ	টাকা আরপিএ	লক্ষমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১৯ / ২৮	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/১০)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০ / ৩০	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/১১)	৯৪৪০৯.০০	৯৪৪০৯.০০	২১০৩.৯৭	২১০৩.৯৭	২.৪৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৭.৫	০.৭৬	৩.২৩
২১ / ৩১	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/১০)	১২০০.০০ (জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ড)	১২০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-
২২ / ৩২ (খ)	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	২২০২০.০০	২২০২০.০০	-	-	-	২০০.০০	২০০.০০	-	-	
২৩ / ৩৩	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯০	৯৮	৯৮	১০	১০	১০০
২৪ / ৩৪	"জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা" (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	৫০৫০০.০০	৫০৫০০.০০	৫০৫০০.০০	৫০৫০০.০০	১০০	-	-	-	-	১০০

পরিশিষ্ট-৩

বর্তমান সরকারের চার বছরের সাফল্যের চিত্র

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
১.	**প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ঃ** ২০০৭ সালের দেশব্যাপী ভয়াবহ বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ প্রলয়ংকারী ঘূণিঝড় 'সিডর' দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রচন্ড আঘাত হানে। ২০০৮-০৯ সালে বন্যা ও সিডরের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ, অবকাঠামো ও অন্যান্য স্থাপনা মেরামত ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পুনর্বাসন কাজ চলাকালীন অবস্থাতেই বিগত ২৫মে ২০০৯ তারিখে ঘুর্ণিঝড় 'আইলায়' উপকূলীয় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামোসমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহ বিদ্যমান নক্সা ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক পুনর্বাসন ব্যয় নিরূপন করা হয় ৬০০.০০ কোটি টাকা।	(ক) বাপাউবো ঘূর্ণিঝড় অব্যবহিত পর পরই ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে প্রাপ্ত ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য শস্য এবং ৩৩.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দে জরুরী ভিত্তিতে ব্রীচ ক্লোজিং, রিং বাঁধ ও স্লুইস/রেগুলেটরের গেইট মেরামত করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বোর্ডের অনুন্নয়ন রাজস্ব বরাদ্দ থেকে 'আইলায়' ক্ষতিগ্রস্থ সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় বিভিন্ন পোল্ডারের অতি ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামোসমূহ ৮৫.৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়।	(ক) জরুরী ভিত্তিতে ব্রীচ ক্লোজিং, রিং বাঁধ ও স্লুইস/ রেগুলেটরের মেরামত করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে লবনাক্ত পানি প্রবেশরোধ করে বিদ্যমান ফসলাদি ও জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।	(ক) সিডর ও আইলায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের অবকাঠামো জরুরী মেরামত করা হয়।	(ক) ১০০%
		(খ) বিদ্যমান ৩টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ-পশ্চিম এরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, ইভিডিআরপি ও ইসিআরআরপি প্রকল্পভূক্ত পোল্ডার সমূহ এর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবি'র প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা ঋণ সহায়তার ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারসমূহের অবশিষ্ট কাজের জরুরী মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	(খ) উপকূলবর্তী এলাকার বিভিন্ন পোল্ডারের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ হয়েছে।	(খ) বাঁধ নির্মাণ ঃ ১২২ কিঃমিঃ স্লুইচ পুনঃনির্মাণ/মেরামতঃ ২২টি প্রতিরক্ষা কাজ ঃ ৩.০০কিঃমিঃ	(খ) ১০০%
		(গ) "উপকূলীয় এলাকার ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)" (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পে অধীনে বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসনের জন্য ৩৪৬.৬৩ কোটি টাকার ১টি প্রকল্প ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	(গ) অদ্যাবধি সম্পন্ন কাজের ফলে উপকূলবর্তী এলাকার বিভিন্ন পোল্ডারের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে।	(গ) ২০টি ক্লোজার, ৫৪.০০ কিঃমিঃ রিং বাঁধ, ৫০.০০ কিঃমিঃ বিকল্পবাঁধ, ১৮৪.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত ৭টি পানি অবকাঠামো নির্মান, ২০টি মেরামত ও ২.২০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	(গ) ৬০%
		ঘ) সিডরে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো পূনর্বাসনে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ৩৩৯.২৪ কোটি টাকা ডিপিপি ব্যয়ে ECRRP প্রকল্প গ্রহণ করা হয় (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪ বছর মেয়াদে)। উক্ত প্রকল্পে আওতায় উপকূলীয় ৩টি জেলার (পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর) মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ৩০ পোল্ডারের (বাঁধ: নতুন ৫১.০৬ কিঃমিঃ ও মেরামত ৪২৮.৮৭ কিঃমিঃ, জল অবকাঠামো: নতুন ১৪৬টি ও মেরামত ১৬২টি এবং নদীতীর সংরক্ষণ: ৩.৩০ কিঃমিঃ) পূর্নবাসন কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও, উক্ত প্রকল্পে আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় ১৩৯টি পোল্ডারের টেকসই ব্যবস্থাপনার সুপারিশ প্রণয়নের জন্য Coastal Embankment Improvement Programme শীর্ষক সমীক্ষা অন্ত-র্ভূক্ত রয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম কর্মসূচীভূক্ত করা হবে।	ঘ) অদ্যাবধি সম্পন্ন কাজের ফলে উপকূলবর্তী এলাকার ১৯টি পোল্ডারের অভ্যন্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বর্ণিত এলাকার জনগনের জীবন যাত্রার মানের (অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা) ব্যপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	(ঘ) নতুন বাঁধ- ১.৩০ কিঃমি, বাঁধ মেরামত ১৮৪.৩৮ কিঃমিঃ, পানি অবকাঠামো নির্মান- ৩১টি, মেরামত ২৫টি ও নদীতীর সংরক্ষন- ০.৭০ কিঃমিঃ সম্পন্ন হয়েছে।	(ঘ) ২৫%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
২.	**সেচ সম্প্রসারণ, খাদ্য উৎপাদন ঃ** আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য এবং দেশে প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে দেশের বন্যামুক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। দেশের প্রায় ১১৮ লক্ষ হেক্টর বন্যামুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬০.০০ লক্ষ হেক্টর জমি বাপাউবো প্রকল্প এলাকাধীন।	বিগত ৪ বছরে বাপাউবো কর্তৃক ৯টি সেচ, ৪০টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন এবং ৬টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ মোট ৫৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে, বাপাউবো'র ১২টি বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্পসহ (সেচ এলাকা ১০.৬৪ লক্ষ হেক্টর) মোট ৭৬৪টি সমাপ্ত সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প'র প্রায় ৬০.০০ লক্ষ হেক্টর এলাকা রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবছর ৯৭.৬০ লক্ষ মে.টন (প্রকল্পপূর্ব এলাকার তুলনায়) অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে। বর্তমানে ৪৫টি সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	বাপাউবো কর্তৃক প্রায় ৬০.০০ লক্ষ হেক্টর এলাকা সেচ সুবিধা প্রদান ও সহায়ক সুবিধা বৃদ্ধিসহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবছর ৯৭.৬০ লক্ষ মে.টন (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে- যা ২০০৭-০৮ অর্থ-বছরে ছিল ৯২.০০ লক্ষ মেঃটঃ। ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং আমদানী নির্ভরতা হ্রাস পাচ্ছে।	-	চলমান প্রক্রিয়া
৩.	**নদী ভাঙ্গনরোধ ও তীর সংরক্ষণ কাজ ঃ** সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট, ২য় পর্যায়-এর আওতায় কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সুনামগঞ্জ শহর রক্ষার ব্যবস্থা নে'য়া হয়েছে। এ'ছাড়া সিরাজগঞ্জ, সিলেট, ফরিদপুর, চাঁদপুর, ভোলা, বাগেরহাট, নরসিংদি ও পটুয়াখালী জেলা শহরসহ অনেক থানা শহর এবং শিল্প-সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী এলাকা রক্ষায় নদী তীর ও শহর সংরক্ষণমূলক বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট, ২য় পর্যায়-এর আওতায় কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সুনামগঞ্জ শহর রক্ষার ব্যবস্থা নে'য়া হয়েছে। এ'ছাড়া সিরাজগঞ্জ, সিলেট, ফরিদপুর, চাঁদপুর, ভোলা, বাগেরহাট, নরসিংদি ও পটুয়াখালী জেলা শহরসহ অনেক থানা শহর এবং শিল্প-সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী এলাকা রক্ষায় নদী তীর ও শহর সংরক্ষণমূলক বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ২০টি বড় শহর, ৭০টি উপজেলা শহর এবং ৪০০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, হাটবাজার নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশের ভু-খন্ড রক্ষার্থে সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত নদী সমূহে ২৪.০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভাঙ্গন রোধ কাজ চলমান রয়েছে এবং এ কাজে রাজস্ব বাজেটে ১০১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।	ক) নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে ২০টি বড় শহর, ৭০টি উপজেলা শহর এবং ৪০০টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, হাটবাজার ইত্যাদি নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা করা হয়েছে। খ) সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত নদী সমূহে তীর সংরক্ষণ কাজ সমাপ্ত হলে বাংলাদেশ ভূ-খন্ড রক্ষা করা সম্ভব হবে।	ক) নদী তীর সংরক্ষণ ঃ ২৫৮.০০কিঃমিঃ খ) নদী তীর সংরক্ষণ ঃ ২৪.০০কিঃমিঃ	১০০% ৭০%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
৪.	**ড্রেজিং কার্যক্রম ঃ** **ক) ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর মাধ্যমে দেশের বৃহৎ নদীসমুহের নাব্যতা পুনরুদ্ধারসহ নদী খনন প্রকল্প ঃ** নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে ক্যাপিটাল ড্রেজিং একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এটি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এর Dredging for River Restoration (MR-006 of NWMP) কার্যক্রমে পাউবোর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সুপারিশ আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দেশের প্রধান প্রধান নদীসমূহ (গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর) ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ" নামে ১টি প্রকল্প চলমান রয়েছে (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১১৩-১৪)। উক্ত প্রকল্পে যমুনা নদীতে ২২ কিঃমিঃ ক্যাপিট্যাল (পাইলট) ড্রেজিং, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং এবং বাংলাদেশের নদ-নদী সমূহে ড্রেজিং পরিকল্পনার উপর একটি নিবিড় সমীক্ষা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।	(ক) ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত ১০৩৩.৬৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের আওতায় (ক) টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে এবং (খ) সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। (খ) এ ছাড়াও, বাংলাদেশের নদ-নদী সমূহের ড্রেজিং পরিকল্পনার উপর সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে নদী সমূহের ড্রেজিং কার্যক্রম কর্মসূচীভূক্ত করা হবে। উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে যমুনা নদীতে ড্রেজিংকৃত ২২ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৩০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং চলমান রয়েছে।	ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে-যার সুফল ইতিমধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। যমুনা নদীর মূল প্রবাহ সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন ডানতীর থেকে সরে এসে ড্রেজিংকৃত চ্যনেলে প্রবাহিত হচেছ। ফলে সিরাজগঞ্জ সংলগ্ন হার্ড পয়েন্ট এলাকায় ভাংগনের তীব্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। তা ছাড়াও, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সিরাজগঞ্জ শহর সংলগ্ন যমুনা তীরে ইতোমধ্যে প্রত্যাশিত ৮ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি ক্রমান্বয়ে পুনরুদ্ধার হচ্ছে।	টাঙ্গাইল জেলার ভূয়াপুর উপজেলাধীন নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর ২.০০ কিঃমিঃ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর হার্ড পয়েন্ট হতে বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু হয়ে ধলেশ্বরী নদীর অফটেক পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	(ক) ১০০% (খ) চলমান
	খ) ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ঃ (ক)"বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প" এর আওতায় (বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১১৩-১৪) ১১টি ড্রেজার ক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (খ) ভারতীয় ঋণ সহায়তার আওতায় ২৩৭.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাপাউবো'র ২টি ড্রেজার ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে সংগৃহিত ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, নাব্যতা এবং নৌ-যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।	(ক) ১১টি ড্রেজার (৭টি ৬৫০ মিঃমিঃ ড্রেজার, ৪টি ৫০০ মিঃমিঃ ড্রেজার), ৫টি Amphibian Excavator, ৩টি ১০০০ অশ্বশক্তির টাগ, ৩টি ৬০০ অশ্বশক্তির টাগ, ৬টি ৪৫০ অশ্বশক্তির টাগ, ২টি ১০০ টন ক্যাপাসিটির টায়ার মাউন্টেড ক্রেন, ২টি ৫০ টন ক্যাপাসিটির টায়ার মাউন্টেড ক্রেন, ৫টি ২০০ অশ্বশক্তির স্পিড বোট, ১০টি ডেকলোডিং বার্জ ইত্যাদি সংগ্রহ/ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে।	-	(ক) এ পর্যন্ত ৪টি ৬৫০ মিঃমিঃ, ২টি ৫০০ মিঃমিঃ এবং ৫টি Amphibian Excavator ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৩টি ৬৫০ মিঃমিঃ ড্রেজার ক্রয়ের দরপত্র মূল্যায়ন চলছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী জুন/২০১৩ এর মধ্যে ড্রেজার সরবরাহ পাওয়া যাবে।	২০%
	গ) গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) ঃ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দ্রুততম সময়ে ৯৪২.১৫ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয। উক্ত প্রকল্পে ৩০.০০ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং, রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং, ২ সেট ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় অর্ন্তভূক্ত রযেছে। পরবর্তী বছর গুলোতে সংগৃহীত ২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রেজার দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং	(ক) নভেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ১১৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে গড়াই নদীর ৩০.০০ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হযেছে। ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১০-১১ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ২য় বছরের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়। (খ) ড্রেজিং কাজের জন্য ২ সেট (প্রতি সেটে ১টি ড্রেজার, ১টি ওয়ার্ক বোট, ১টি হাউজ বোট, স্পেয়ার পার্টস, পাইপ লাইন ইত্যাদি এবং ২ সেটের	ড্রেজিং কাজের ফলে শুষ্ক মৌসুমে গড়াই নদীর প্রবাহ নিশ্চিতকরতঃ সেচ, পানিয় জল, নৌ-যোগাযোগ, লবণাক্ততা হ্রাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যাচ্ছে। ফলে গড়াই অববাহিকা এলাকায় আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিবছর রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। -	৩০.০০ কিঃমিঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং চলমান রয়েছে। -	(ক) ১০০% (খ) ৯০%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
	কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়াও, গঙ্গা-গড়াই গাইড বাঁধ ও ফ্লো-ডিভাইডার নির্মাণে বিশ্ব ব্যাংক অর্থায়নে আগ্রহী হওয়ায় ECRRP প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ব ব্যাংক পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণ করবে।	জন্য ১টি টাগবোট) ড্রেজারের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ড্রেজার নির্মাণ কাজ চলছে, নভেম্বর/২০১২ সালে ড্রেজার সরবরাহ সম্ভব হবে।			
	ঘ) বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প ঃ ঢাকা মহানগীর চর্তুপাশে বহমান নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ অব্যাহত রেখে পরিবেশ উন্নত করা, অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখা এবং নদীগুলোকে স্ব-প্রশস্ততায় প্রবাহে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রায় ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, পুংলি ও ধলেশ্বরী নদী সমূহে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। ফলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নদীর পানি দূষণ সমস্যা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।	বুড়িগংগা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের আওতায় ২০১০-১১ অর্থ-বছরে ৫.৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৪১.১৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের জন্য ৭০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।	কাজটি আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। কাজটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধিসহ পানির গুনগতমান উন্নয়ন ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিসহ নৌযান চলাচলে সকল বাঁধা অপসারিত হবে।	তুরাগ নদীর ৬.৯৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য নদীর ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে।	২.৪০%
	ঙ) অন্যান্য ড্রেজিং	চন্দনা বারাশিয়া প্রকল্পাধীন এলাকার সেচ ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ৯০.০০ কিঃমিঃ এবং সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাধীন হাকালুকি হাওর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য জুরী নদীর ১.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় মধুমতি নদীর খনন কাজ চলছে এবং কপোতাক্ষ নদের খনন কাজও শুরু হয়েছে।	সেচ সুবিধার উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।	ক) চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন= ৯০ কিঃমিঃ খ) জুরী নদী খনন = ১.০০ কিঃমিঃ	৬০% ১০০%
৫.	**গংগা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প ঃ** বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বৃহত্তর জেলাসমূহ যথা রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলের সমন্বিত গঙ্গার পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরে ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর উপর ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।	গংগা ব্যারেজ প্রকল্প “ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেইল্ড ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট” শিরোনামে ৪৫.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি সমীক্ষা প্রকল্প ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বর্তমান সরকার অনুমোদন করে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের সমীক্ষা কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণসহ আনুসঙ্গিক অবকাঠামোসমূহের ব্যারেজ নির্মাণের নক্‌শা তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ব্যারেজ নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	-	-	৯০%
৬.	**জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ ঃ** বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষার্থে এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ-বছর থেকে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাপাউবো কর্তৃক এ পর্যন্ত ২৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা চরাঞ্চলে অন্যান্য পানি অবকাঠামোসহ পোল্ডার নির্মাণ, পুরাতন পোল্ডারসমূহ পুনর্বাসন, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ইত্যাদি।	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত ২৯টি প্রকল্পের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩০৬.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দে বাকি ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন শেষে ২০০.০০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।	প্রকল্পের কাজ আংশিক সম্পন্ন হওয়ায় লবণাক্ততা রোধ, নদী শাষণ ও নদীখনন কাজে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।	৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্টগুলো চলমান রয়েছে।	৪৩%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
৭.	**উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার ঃ** সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে উপকূলীয় এলাকায় (নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা) জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে ২০১০-১১ অর্থ বছরে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প -৩" (সিডিএসপি-৩) সম্পন্ন করা হয়। সিডিএসপি-৩ সফলতার ধারাবাহিকায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প -৪" কার্যক্রম আরম্ভ করেছে।	ক) সিডিএসপি প্রকল্প (ফেজ-১, ২ ও ৩) বাস্তবায়নের ফলে এ পর্যন্ত ১০২০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প -৩" এর মাধ্যমে তথায় ভূমিহীনদের স্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সিডিএসপি-৩ এর আওতায় ৬,৫০০ হেক্টর এলাকায় সরাসরি সুবিধা এবং ৬৫,০০০ হেক্টর এলাকায় প্রচ্ছন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। বর্ণিত উপকৃত এলাকার ১১,২৯৮ টি পরিবারের জন্য ১৫,৯০৩ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে চর এলাকার স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে ১০ টি পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গঠনের মাধ্যমে খাল পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়। খ) সিডিএসপি-৩ এর ধারাবাহিকতায় ২৭৬.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে "চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প -৪" এর আওতায় ৩০,৭৭০ হেক্টর এলাকায় জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কল্পে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। ইতোমধ্যে ১৮ টি পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) গঠন করে সিডিএসপি-৩ এলাকার রক্ষনাবেক্ষন কাজের অংশ হিসেবে ২৫.৯৫ কি:মি: নিষ্কাশন খাল পুন:খনন কাজ করা হয়েছে এবং সিডিএসপি-৪ এলাকায় নতুন ৩৩.৫৫৫ কি:মি:(আংশিক) বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	ক) নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে ভূমিহীন ১১,২৯৮ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং বর্ণিত এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মানের (আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা) ব্যপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। খ) নোয়াখালী জেলার সদর ও হাতিয়া উপজেলাধীন সিডিএসপি-৪ প্রকল্প ভুক্ত চর এলাকায় জীবন যাত্রার মানের (আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা) উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে অবকাঠামোগত বাস্তব কাজ চলমান রয়েছে।	ক) বাঁধ নির্মাণ ঃ ২১.৮৭ কি:মি: স্লুইচ নির্মাণ ঃ ৩টি নদী পুনঃ খনন ঃ ১০.০০ কি:মি: খাল পুনঃ খনন ঃ ৪৪.৬৫ কি:মি: খ) বাঁধ নির্মাণ ঃ ৩৩.৫৫৫ কি:মি:(আংশিক) খাল পুনঃখনন ঃ ২৫.৯৫ কি:মি:	ক) ১০০% খ) ১৫%
৮.	**বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ** বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদান করা হচ্ছে। ওয়েভ সাইটেও বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ব্রম্মপুত্র নদের উজানের বন্যাকালীন তথ্য-উপাত্ত সরাবরাহ করে আসছে। উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে এ ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সমতল ও বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে ৩৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ৩ দিনের আগাম পূর্বাভাস ৫ (পাঁচ) দিনে উন্নীত করা সহ বন্যা বার্তা জনগণের নিকট দ্রুত পৌছানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের উদ্দ্যোগে ২০১০ সাল হতে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপূত্র অববাহিকার উজানের বর্ষা মৌসুমে পানি সমতল তথ্য প্রতিদিন ভারত থেকে পাওয়া যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। এছাড়াও, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা সর্বসাধারণের বোধগম্য করার লক্ষে বাংলায় ও ইংরেজীতে অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের জনগণ টেলিটক মোবাইল হতে ১০৯৪১ নাম্বারে ডায়াল করে প্রতিদিনের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জ্বলোচ্ছাস পূর্বাভাস শুনতে পারেন।	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় আধুলিকায়নের ফলে দেশের সর্বস্তরের জনগণ বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। বন্যা ও সতর্কীকরণ পূর্বাভাস আধুনিকীকরণে এবং ব্যাপক প্রচারের ফলে জান মাল ও সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে।		চলমান প্রক্রিয়া
৯.	**জনগণের অংশ গ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নঃ** **ক) পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নেঃ "সমন্বিত অংশগ্রহণমূলক টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প (ইপসাম)"**	ইপসাম প্রকল্পের মোট ব্যয় হয় ১০৬৬৩.৫৪ লক্ষ টাকা। ইপসাম বাস্ত-বায়িত হয়েছে বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলের উপকূলীয় ৯টি পোল্ডারে (নং	পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (WMO) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পন্থায় মালিকানাবোধ সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন/অংশগ্রহণ	বিকল্প বাঁধঃ ৭ কি:মি, বাঁধ মেরামতঃ ২৯৩.০০ কি:মি: স্লুইচ নির্মাণঃ ১৬ টি	১০০%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
	দেশের পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে “জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯”, “অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০০০” এবং “বাপাউবো আইন-২০০০” এর নীতি, নির্দেশিকা ও আইন মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস যৌথ উদ্দোগে ইপসাম কর্মসূচী গ্রহণ করে জুন, ২০১১ তে শেষ হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল মালিকানাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রতিটি স্তরে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়নে বহু পেশাভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং প্রতিটি স্তরে জেন্ডার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন কাজে উচ্চমান বজায় রাখা, পরিচালন এবং রক্ষণাবেণের দায়িত্ব পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা যাতে নির্মিত পানি ব্যস্থাপনা পদ্ধতি ও কাঠামোতে স্থানীয় পর্যায়ের উপকারভোগীগন মালিকানায় অংশীদারিত্ব অনুভব করে। এছাড়াও, ৯৮,৩০০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত “পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্টিকে সম্পৃক্ত করে (প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নকশা প্রণয়ন হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত) এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত প্রধান দুই সংস্থা বাপাউবো (BWDB) ও ওয়ারপো’র (WARPO) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের দক্ষতা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি জুন/২০১৫ এ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে কর্মসংস্থানে মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে টেকসই সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধিত হবে।	২২, ২৯, ৩০, ৪৩/২এ, ৪৩/২বি, ৪৩/২ডি ৪৩/২ই, ৪৩/২এফ ও ৪৩/১এ)। টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা প্রচলনের জন্য ২৫২টি পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (WMO) প্রতিষ্ঠা । পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ২৩,৫০৪ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান -এর ৪০% মহিলা। ৪৫,৭৯৩ হেক্টর এলাকা লবনাক্ততা রোধ, নিস্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের আওতাভূক্ত হয়েছে।	(৩৪%) নিশ্চিত করে পোল্ডারের পানি অবকাঠামো পূনর্ব্বাসনের দ্বারা এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মানের (আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা) ব্যপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ফসল উৎপাদন প্রায় ২৭% এবং জনসাধারণের গড় আয় প্রায় ২৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, পরিবেশের অবক্ষয় বা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এমন বিষয় পরিহারের জন্য টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রচলন করা হয়েছে। বাপাউবো‘র ব্যবহারের জন্য একটি প্রয়োগযোগ্য, টেকসই এবং সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহনমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।	গেটসহ স্লুইচ মেরামত ঃ ৬৪ টি সেচ ইনলেট নির্মাণঃ ২০২ টি সেচ ইনলেট মেরামতঃ ৪০ টি নিষ্কাশন আউটলেটঃ ২০ টি খাল পুনঃখননঃ ২৪২.০০ কি:মি: পুকুর খনন: ৩টি	
	খ) পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তাপুষ্ট “দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প” **(SWAIWRPMP)**। **প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় = ২৯৪.০৬ কোটি** টাকা। দেশের পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে “জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯”, “অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা-২০০০” এবং “বাপাউবো আইন -২০০০” এর নীতি, নির্দেশিকা ও আইন মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশিদারিত্বমূলক	**চার বছরে প্রকল্পের মোট ব্যয় হয়েছে ১৬৭.৪০ কোটি টাকা।** ১,০০,০০০ হেঃ এলাকাব্যপি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ১৩টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন/সেচ উপ-প্রকল্পের অংশিদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে কার্যকারিতা/দক্ষতা বৃদ্ধি ও টেকসই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইহাছাড়া আইলা-২০০৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাসমূহের (পোল্ডার- ৫, ১৫, ৩১ এবং ৩২) ভৌত অবকাঠামো সমূহ মেরামত/নির্মান করে ৭৪,৮০০ হেঃ এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ১,৭৪,৮০০ হেঃ [১,০০,০০০ হেঃ + ৭৪,৮০০ হেঃ]	১০২টি Water Management Group (WMG), ১১টি Water Management Association (WMA), দুইটি এড হক Joint Management Committee (JMC) এবং অস্থায়ী ১৪০টি Landless Contracting Society (L.C.S) গঠন করা হয়েছে। ১০২টি WMG Co-operative Department কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনে গঠিত L.C.S এর মাধ্যমে ছোট ছোট মাটির কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে । মানব দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ড, সংশিষ্ট সংস্থা, উপকারভোগী কৃষক/WMG/WMA সদস্যদের আধুনিক চাষাবাদে, মৎস্য চাষ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ	বাঁধ নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ - ৩৪.৬৬ কিঃ মিঃ খাল খনন - ৩৫৫ কিঃ মিঃ রেগুলেটর মেরামত/রেগুলেটর নির্মান - ১৮টি চেক ষ্ট্রাকচার/কালর্ভার্ট/ফুট ব্রীজ-৪২টি (এর মধ্যে কালভার্ট/ফুট ব্রীজ নতুন কার্যক্রম) ইনলেট-আউটলেট ষ্ট্রাকচার - ১৪টি নদী তীর সংরক্ষণ - ২.৮৪ কিঃমিঃ, ঘুর্নিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার নং-৫,১৫,৩১ ও ৩২ এর পুনর্বাসন Water Management Group (WMG)/ Water Management Organization (WMO) অফিস নির্মান -২৫টি	৭৭%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
	(Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছর থেকে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলবে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল (ক) হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে অংশিদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (খ) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা যেমন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুবিধাভোগীদের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি ও বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি (গ) সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি (ঘ) খুলনা সাতক্ষিরা জেলার পোল্ডার- ৫, ১৫, ৩১ এবং ৩২ এলাকায় আইলা-২০০৯ এর ক্ষয়ক্ষতি পূর্নবাসন।	এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা হয়েছে।	অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে ৩৫০ ব্যাচ উপকারভোগী এবং ৫০ ব্যাচ ষ্টাফ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি বিস্তারে প্রণোদনামূলক হাতে নাতে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এ লক্ষ্যে FFS [(Field Farmers School) (Agriculture)] এবং FSF (Field School of Fishery) গঠন করা হয়েছে। অদ্যবধি ১৬টি কৃষি বিষয়ক ডেমোনেষ্ট্রেশন প্লট এবং ১২টি পুকুরে ডেমোনেষ্ট্রেশনমূলক মৎস্য চাষের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইহাছাড়াও ৪৫টি কৃষি বিষয়ক উচ্চ ফলনশীল ডেমোনেষ্ট্রেশন প্লটে প্রনোদনামূলক কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে ৪০টি পুকুরে আধুনিক পদ্ধতিতে অধিক উৎপাদনশীল মাছ চাষের কার্যক্রম চলছে। ২টি মাছের অভয়াশ্রম ও ৪টি খালের ভিতর মাছ চাষের কার্যক্রম চলছে। ১৩টি FFS (Fisheries) পাঠদান সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩২টি FFS (Fisheries) এর কার্যক্রম চলছে। ৩০টি FSF (Agriculture) এর পাঠদান কায্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৩০টি FSF (Agriculture) এর কায্যক্রম চলছে।		
	গ) পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্পটি (ওয়ামিপ) সমগ্র বাংলাদেশে সম্পাদিত ২০০টি স্কীমের মধ্যে ১০২টি স্কীমের সিস্টেম ইম্প্রুভমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট ট্রান্সফার ও ৯৮টি স্কীমে পুনর্বাসনকল্পে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে ধারাবাহিকভাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা চক্রের সকল স্তরে (প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নকশা প্রণয়ন হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত) বর্ধিত ভূমিকা রেখে জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো সমগ্র দেশের পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত প্রধান দুই সংস্থা বাপাউবো (BWDB) ও ওয়ারপো’র (WARPO) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের দক্ষতা উন্নয়ন। এছাড়া, প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট গ্রামীণ জনগোষ্ঠির নিজেদের আত্নতোষনের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। অনুরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস এবং সর্বোপরি গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি টেকসই সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধন।	৯৮২২৭.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত “পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্টিকে সম্পৃক্ত করে (প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নকশা প্রণয়ন হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত) এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাজে নিয়োজিত প্রধান দুই সংস্থা বাপাউবো (BWDB) ও ওয়ারপো’র (WARPO) প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের দক্ষতা উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১৫ এ বাস্তবায়ন সমাপ্ত হলে কর্মসংস্থানে মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রবণতা হ্রাস এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে টেকসই সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার বিকাশ সাধিত হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মোট ১৬৩৫০০ হেক্টর এলাকা বন্যা থেকে রক্ষা পাচ্ছে এবং কৃষি জমিতে চাষাবাদ বৃদ্ধিসহ নদী ভাঙ্গন হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের মধ্যে মোট ৫০২ জন এবং বিদেশে মোট ১০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে বাপাউবো ও সংশ্লিদের কর্মদক্ষতা ও কাজে গুনগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে।	হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার (রেগুলেটর/স্লুইচ)= ৬১টি বাঁধ নির্মাণ = ৪.৯৭ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত = ৩৬৬.০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ = ১২.০০ কিঃমিঃ সেচ খাল খনন = ৪.২০ কিঃমিঃ	**৩৩.৮৬%**
১০.	**জলাবদ্ধতা দূরীকরণ** যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথা- যশোর সদর, মনিরামপুর, অভয়নগর এবং কেশবপুর	৬৯৫৮.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত “যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি অদ্যাবধি	প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে এবং বিল খুকশিয়ায় TRM চালু রাখায় ভবদহ সহ সংলগ্ন	নদী পুনঃখনন = ৭৩.০০ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ = ৩২.০০ কিঃমিঃ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ = ৭টি	৯২%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
	উপজেলা সমূহে তথা ভবদহ এলাকার ২৭টি বিলের নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ ৭৩,৪০০ হেক্টর এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। পদ্মা নদীর প্রবাহ হ্রাস ও পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের নদী সমুহে উজানের প্রবাহ (Upland Flow) শুন্যের কোঠায় নেমে আসায় নদী সমুহ শুকিয়ে যায় এবং সাগরের জোয়ারের সাথে আসা পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। ফলে বর্ষার পানি নিষ্কাশন হতে না পারায় বিস্তীর্ন এলাকায় দীর্ঘ মেয়াদি জলাবদ্ধাতা সৃষ্টি হতে থাকে। এ সমস্যা ভবদহ এলাকায় মারাত্মক আকার ধারণ করে জনজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে যা ২০০৫-২০০৬ সালে দেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে এবং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থ-সমাজিক সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় সমস্যায় পরিগনিত হয়। মারাত্মক এ সমস্যা থেকে ভবদহ এলাকাকে রক্ষার জন্য এবং নিরবিচ্ছিন্নভাবে (Sustainable drainage improvement) জলাবদ্ধাতা সমস্যা দূরীভূত করার জন্য বিল খুকশিয়ায় Tidal River Management (TRM) বা জোয়ারাধার পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশেই এই প্রযুক্তিটি উদ্ভাবিত হয়েছে যা প্রয়োগ করে শতভাগ সফলতা পাওয়া গিয়েছে।	বাস্তবায়নের মাধ্যমে (বাস্তব অগ্রগতি ৯২%) যশোর জেলাধীন যশোর সদর, মনিরামপুর, অভয়নগর ও কেশবপুর উপজেলার ২৭টি বিলের ব্যাপক জলাবদ্ধতা বহুলাংশে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে এ পর্যন্ত ০.৭৪ লক্ষ হেক্টর এলাকা বন্যা ও জলাবদ্ধতা মুক্ত এবং ০.৪০ লক্ষ হেক্টর জমির কৃষি ও মৎস্য চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। অতিরিক্ত ২.৪০ লক্ষ মেঃটঃ ধান ও ০.৩৪ লক্ষ মেঃটঃ মাছ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে, যা বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১০০০.০০ কোটি টাকা।	এলাকাকে জলাবদ্ধতা মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ভবদহ এলাকায় বর্তমানে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন হচ্ছে। বিগত চার বছর থেকে (২০০৮ থেকে) জনগন প্রকল্পের পূর্ণ সুবিধা পেয়ে আসছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ০.৭৪ লক্ষ হেক্টর এলাকা বন্যা ও জলাবদ্ধতা মুক্ত হয়েছে এবং মোট ০.৪০ লক্ষ হেক্টর এলাকা কৃষি ও ০.২০ লক্ষ হেঃ এলাকা মৎস্য চাষের আওতায় এসেছে এবং প্রায় ২.৪০ লক্ষ মেঃ টন ধান ও ০.৩৪ লক্ষ মেঃ টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদন হচ্ছে যার বাজার মূল্য প্রায় ৯৪২.০০ কোটি টাকা।	স্লুইচ/রেগুলেটর নির্মাণ = ১১টি পাঁকা রাস্তা নির্মাণ = ১১.৫০ কিঃমিঃ	
১১.	**হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নঃ** দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক দারিদ্র-পীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এ সকল এলাকায় ফসল প্রায়শঃই বিনষ্ট হয়।	সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ সহ ৭টি জেলার ছোট বড় মোট ৪১৪টি হাওর রয়েছে। হাওড় এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেক্টর। হাওড় সসার আকৃতির নীচু ভূমি। এই অঞ্চলের প্রায় ২৫% ভাগ এলাকা এই হাওড়ের অন্তর্ভূক্ত।			
	(ক) আগাম বন্যা কবল থেকে ফসল রক্ষার জন্য বাপাউবো প্রতি বছর স্বাভাবিক বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।	(ক) বাপাউবো কর্তৃক হাওড়ে ৫৮টি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৮২৬ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ প্রতিবছর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে স্বাবাবিক মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ফলে প্রায় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল আগাম বন্যা থেকে রক্ষা পায়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।	(ক) হাওর বেষ্টিত এলাকায় প্রতিবছর বিভিন্ন অবকাঠামোসহ বাঁধ নির্মাণ/মেরামতের ফলে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ জেলার ২.৯০ লক্ষ হেক্টর এলাকার বরো ফসল রক্ষা করা হচ্ছে। এর ফলে প্রতিবছর হাওরের প্রায় ১৪.৫০ লক্ষ মেঃটঃ বরো ফসল আগাম বন্যা হতে রক্ষা পাচ্ছে- যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ২০০০.০০ কোটি টাকা।	(ক) ১৮২৬ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ।	(ক) ১০০%
	(খ) হাওর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" (বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৩-14) এবং ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প"	(খ) প্রকল্প ২টির আওতায় সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন হাওরের বাঁধ উঁচুকরণ, বিভিন্ন পানি অবকাঠামো নির্মান, নদ-নদী ড্রেজিং ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।	(খ) প্রকল্প ২টি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে সমগ্র হাওর এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।	(খ) প্রকল্পের আওতায় ১০টি লংবুম এস্কাভেটর ক্রয়, ১৬০.০ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ পূর্ণবাসণ ও উচুকরণ এবং ৪টি পানি অবকাঠামো নির্মান করা হয়েছে	(খ) ৫%

(১)	(২)	(৩)			(৪)
ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	চার বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
	(বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫) নামে ২টি প্রকল্প ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।				
১২.	**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ঃ** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।	বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহনের পর সার্বক্ষনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধার্থে বোর্ডের Central GIS Cell, কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, নতুন আঙ্গিকে Dynamic Web Portal চালু এবং ঢাকা শহরের দশটি ভবনের প্রায় ২৫০টি কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP) এবং GIS based MIS of Completed Project কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।	Electronic Government Procurement (eGP) চালুর মাধ্যমে বাপাউবো'র ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ফলে ক্রয় ও মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে দূর্নীতি রোধ করা সম্ভব হবে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে অধিকতর গতিশীল ও সমৃদ্ধ করায় বোর্ডের কর্মকান্ডে গতিশীলতা এসেছে এবং কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচেছ।	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধার্থে বোর্ডের Central GIS Cell, কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার, নতুন আঙ্গিকে Dynamic Web Portal চালু এবং ঢাকা শহরের ১২টি ভবনের প্রায় ৫৫০টি কম্পিউটারকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে Electronic Government Procurement (eGP) এবং GIS based MIS of Completed Project কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশব্যপী ৭৭টি নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে বর্তমানে ই-টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দরপত্র দাখিলের জন্য ১৫টি টেন্ডার ইতোমধ্যে অনলাইনে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থার upgrading এবং জিপিএফ, পেনশন, Loans and Advances ও অডিট আপত্তি প্রক্রিয়াকরণে Application software স্থাপনের আরও আধুনিকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেতন-ভাতাদি, জিপিএফসহ হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।	চলমান প্রক্রিয়া